শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

প্রাপ্তিস্থান

ইষ্টার্ণ ল হাউস লিঃ

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ * * আশ্বিন, ১৩৫০

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
বিচিত্রিত

মূল্য বারো ৬৲

আরতি এজেন্সি, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনাথনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীটস্থ শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীপ্রমথনাথ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

স্নেহের

গীতী ও ব্রতী

দু' ভাইবোনকে

এ-বই

দিলাম

ইতি

শিব্রাম

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা
অসংখ্য বইয়ের কয়েকখানি

পঞ্চাননের অশ্বমেধ
শুঁড়ওয়ালা বাবা
মণ্টুর মাস্টার
মামার জন্মদিন
বিশ্বপতিবাবুর অশ্বত্বপ্রাপ্তি
ফুটবলের দৌড়
শঙ্কর আমাদের সব পারে
কলকাতার হালচাল
দেশ বিদেশের হাসির গল্প
কালান্তক লালফিতা
বাজার করার হাজার ঠ্যালা
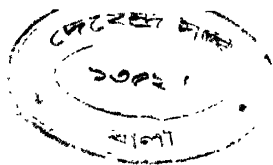
বাড়ী ফিরেই হর্ষবর্দ্ধন গোব্‌রাকে ডেকে বল্লেন ঃ "এই মাত্র একটা স্কাউ বয়েটের সঙ্গে ভাব হোলো।"

"স্কাউ বয়েট্? সে আবার কি?"

"স্কাউ বয়েট্! তাও জানিস্‌নে? এই যারা পরের উপকার করে বেড়ায়, তারাই হোলো স্কাউ বয়েট্।"

"স্কাউ বয়েট্! ভারী অদ্ভুত নাম তো!" গোবর্দ্ধন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে ঃ "কথাটার মানে কি দাদা?"

"মানে? মানে আর এমন শক্ত কি? ইংরিজি কথা কি না। ইংরিজি কথার যা মানে হয় তাই। স্কাউ মানে হোলোগে গোরু, আর বয়েট্—! বয়েট্ মানে?—"

গোবর্দ্ধন এবার নিজের মধ্যে খোঁজাখুঁজি লাগায়ঃ "বয়েটৃ মানে বয়াটে নয় তো ?"

"বয়াটে ? বয়াটে গোরু ? তার মানে ?" হর্ষবর্দ্ধন বেশ একটু অবাক্ হন্ঃ "গোরু আবার বয়াটে কি ?"

"অর্থাৎ যে সব গোরু একেবারে বয়ে গেছে।" গোবর্দ্ধন বাৎলে ছায়ঃ "বারোটা বেজে গেছে যাদের।"

"তাতো বুঝ্লুম।" হর্ষবর্দ্ধন বলেনঃ "কিন্তু গোরু কেন হতে যাবে, গোরু তো নয়—" হর্ষবর্দ্ধনের কোথায় যেন খট্‌কা লাগে।

"বাঃ, গোরুই তো হবে। গোরুরাই তো বিশ্বশুদ্ধ লোকের উপকার করে। গোরুর মতো উপকারী জন্তু আর আছে নাকি ? কেন, রচনায় পড়োনি ছেলেবেলায় ?"

"আহা, গোরু কেন হবে, ছেলে যে ! ছোট্ট একটা ছেলে ! এক সঙ্গে এক ট্রামে এলাম এতক্ষণ।"

এবার গোবর্দ্ধন বিস্ময়ের ভারে কাবু হয়ে পড়েঃ "একটা ছেলে ? বলো কি দাদা ? ছেলেরা গোরু সেজে বিশ্বশুদ্ধ লোকের উপকার করে' বেড়াচ্ছে ? বলো কি ? উঁহুঃ ! আমার বিশ্বাস হয় না।"

"আহা, গোরু সাজবে কেন ? গোরু সাজতে যাবে

কেন? কেন, গোরু না সাজ্‌লে কি কারো উপকার করা যায় না? দুনিয়ায় গোরুই একমাত্র উপকারী জন্তু, আর মানুষ কেউ নেই? স্কাউ বয়েট্‌রা কি সব ভেসে এসেছে? দামোদরের বন্যায় ভেসে এসেছে না কি? তুই যে কী বলিস্ গোব্‌রা!—"

"বাঃ, আমি কখন্ বল্লাম, তুমিই তো বল্‌ছ!"

"গোরু সেজেছে বলেছি আমি? দিব্যি খাকী রঙের হাফ্ প্যাণ্ট্, খাসা পোষাক পরে' গলায় রুমাল্ জড়িয়ে পরের উপকার কর্‌তে বেরিয়েছে, আর তুই কি না—! আচ্ছা হাঁদা তুই যাহোক্!"

"গোরু যদি নয় তো স্কাউ বয়েট্ মানে কি শুনি?" গোব্‌রা এবার নিজের গোঁ ধরে।

"স্কাউ বয়েট্‌ই নয়। কথাটা অন্য কথা। আমার বেশ মনে পড়ছে একেবারে অন্য কথা। আবার একেবারে অন্য কথাও না। কথাটা ওরমধ্যেই কোথায় রয়েছে, কিন্তু একেবারে গুলিয়ে রয়েছে, বিচ্ছিরিভাবে গুলিয়ে গেছে, আলাদা করে' বার করা যাচ্ছে না। আচ্ছা, দাঁড়া, ছেলের ইংরিজি কী, বল্‌তো?"

"ছেলে? ছেলের ইংরিজি ল্যাড্।"

"উঁহু। ল্যাড্ নয়। অন্য ইংরিজি।"

"সান্।"

"সান্? সান্?" হর্ষবর্দ্ধন এবার খাপ্পা হয়ে যান্ঃ "তুই কি আমাকে উজবুক্ না আহাম্মক্ কী পেয়েছিস্? যা নয় তাই বলে' বোঝাচ্ছিস্ যে? সান্ কাকে বলে আমি জানিনে বুঝি? সান্ মানে সূর্য্য, সব্বাই জানে।"

গোব্রা ভারী ভড়্কে যায়ঃ "তা হবে, তা হবে। সূর্য্যই হবে বটে! সান্ শাইন্ বলে' একটা কথা আছে, বোধ হয়। মনে পড়্ছে আমার।"

"তবেই বোঝ্। সূর্য্য ছাড়া আর কী হতে পারে? ছেলে হওয়া কি সম্ভব? ছেলে আবার কি শাইন্ কর্বে? ছেলেরা কি গার্জ্জেন যে সই কর্বে তারা? ছেলের কম্মই নয় শাইন্ করা—শাইনিং ছেলে কটা আছে?"

"তা বটে!" গোবর্দ্ধন নিজেই সই হয়ে যায়।

"ওসব ল্যাড্ ফ্যাড্ বাদ দে। তাছাড়া তোর আর কী বিলিতি ছেলে আছে বার্ কর্!"

"বয়্? বয়্ নয় তো দাদা?" গোব্রা সন্দিহান্ হয়।

"দাঁড়া, দাঁড়া—" হর্ষবর্দ্ধন শশব্যস্ত হয়ে পড়েনঃ "বয়্ই হবে বোধ হয়। দাঁড়া, মিলিয়ে দেখি। কথাটা

কী বল্লাম? স্কাউ বয়েট্? স্কাউ—বয়েট্! স্কাউ—উঁহু হুঁ! স্কাউ তো নয়! স্কয় বাউট্! স্কয় বাউট্!

'দাঁড়া, মনে এসেছে
মানে, আরেকটু হলেই এসে যায়!'

এইবার এসে গেছে! প্রায় এসে পড়েছে। মানে, আরেকটু এলেই এসে যায়। বেশ গন্ধ পাচ্ছি যে এসে

গেছে। স্কয় বাউট্! য়্যাহ্! স্কয় বাউ—! এই যে, আরেকটু হলেই হয়ে যায়! হয়েছে—হয়েছে! হয়ে গেছে!—”

হর্ষবর্দ্ধনের কেকা-ধ্বনি আর্কিমিডিসের ইউরেকাধ্বনিকে ছাড়িয়ে যায়।

“বয় স্কাউট্! বয় স্কাউট্! কাথাটা হচ্ছে বয় স্কাউট্!”

“ও একই কথা!” গোব্‌রা ঠোঁট উল্টোয়: “ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই জিনিস্। স্কাউ বয়েট্ও যা, বয় স্কাউট্ও তাই। আগে গোরু ছিল বয়াটে, এখন বয়্ হোলো গোরুটে! এক কথাই দাঁড়ালো।”

“তোর মুণ্ডু! দুটো এক হয়ে গেল? গোরুর চারটে করে’ পা, আর এদের দুটো করে’ যে—এই বয়স্কাউট্দের? তবু ওরা গোরু হয়ে যাবে? তোর কথাতেই? বাড়্তি পা না থাক্লেও? তাছাড়া, ল্যাজটাও তো ধরতে হবে?”

“তার আমি কি জানি! আমি তো স্কাউ বয়েট্ দেখিনি! তুমিই দেখেছ!”

“আবার বলে স্কাউবয়েট্?” হর্ষবর্দ্ধন গোব্‌রাকে তাড়া লাগান্: “বল্ছি না যে বয়স্কাউট্! মুখস্থ করে’ ফেল্ শীগগির। স্কাউ বয়েট্—স্কাউ বয়েট্—স্কাউ বয়েট্—!

হোলো মুখস্থ ? কথাটা লম্বা চৌড়া হলে কি হবে, আসলে এইটুকু একটু ছেলে ! এক ফোঁটা বল্‌তে গেলে ! বেশীর ভাগই তার বয়্ ; স্কাউয়ের ধার কাছ দিয়েও না। সেই জন্যেই তো বয় স্কাউট্ বলেছে। মুখস্থ করলি ?”

“ভারী দায় আমার ! মুখস্থ কর্‌তে যাচ্ছি কিনা আমি ! কর্‌তে হয় তুমি করো গে।” গোব্‌রা গরম হয়ে ওঠে।

হর্ষবর্দ্ধন নরম হন্ ঃ “না কর্‌লি, না কর্‌তে পারিস্, নাই কর্‌লি। ইংরিজি কথাগুলো ভারী কটমট—মুখস্থ করা একটু শক্তই বই কি ! মনে রাখা তো আরো কষ্টকর। সবাই কি আর আমার মত পারে ? যাক্‌গে, এখন গল্পটা শোন্। ভারী মজার কাণ্ড ! ট্রামে করে’ আস্‌ছি, আর সেই স্কাউ বয়েট্‌টা আমার পাশে এসে বসেছে। ওটা যে স্কাউ বয়েট্ তা আমি টের্ পাই নি। কি করে’ পাবো ? একটা ছেলে পাশে বসে চলেছে এই জানি, ও যে একটা স্কয় বাউট্ জান্‌ব কি করে ? সে কথা তো ওর গায়ে আর লেখা নেই ! জান্‌লাম ঢের পরে, যখন মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেছি তখন, আরেকটু হলেই ট্রামে কাটা পড়ে ছিলাম আর কি ! সেই বয় স্কাউট্‌টাই তো বাঁচিয়ে দিলে !

মানুষের উপকার করা ওদের নিয়ম কিনা!—” হাঁফ্ ছাড়্বার জন্য থাম্তে হয় হর্ষবর্দ্ধনকে।

ট্রামের প্যাঁচে পড়ে দাদা বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছিল জেনে গোবর্দ্ধন শিউরে ওঠে।

“ভারী ভালো তো সেই স্কয়্-বয়েট্!” গোব্রা বলে। অপরিচিত উপকারকের উদ্দেশে অযাচিত প্রশংসাপত্র তার ভেতর থেকে অকাতরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

“উঁহুঃ, স্কয়বয়েট্ না,—” হর্ষবর্দ্ধন সংশোধন করে’ দ্যান্; “বয়্স্কয়েট্। তা, সেই বয়স্কয়েট্‌টা কর্‌ল কি—, আমিও ট্রাম্ থেকে নেমেছি, সেও নেমেছে, এক জায়গাতেই নাম্‌লাম আমরা। সে আমার কাছে এসে বল্লে, দেখুন্, কিছু মনে কর্‌বেন না, আমরা হচ্ছি বাউ স্কাউট্, আমাদের কাজই হচ্ছে প্রত্যেক দিন কারু না কারু কিছু না কিছু উপকার করা। আমার এখানে নাম্‌বার কথা নয়, কিন্তু আপনার উপকার কর্‌বার জন্যেই নাম্‌তে হোলো।”

“বলো কি? এই কথা বল্ল সে?” গোব্রার চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে।

“বল্লই তো! শুনে তো আমি ঘাব্‌ড়ে গেছি।

কী উপকার কর্‌বে আবার আমার? ধরে মার্‌ লাগাবে না তো? গায়ে পড়ে উপকার কর্‌তে এলে আমার ভারী ভয় লাগে। আমি থতমত খেয়ে গেছি—"

"তা—তা ছেলেটা কি ধরে তোমায় মার্‌ লাগালো?" গোব্‌রা আস্তিন্‌ গুটোতে থাকে।

"উঁহু, মোটেই তা নয়।—" ভাইয়ের রাগের ঘনঘটা দাদা হেসেই উড়িয়ে দ্যান্‌ঃ "মার্‌ল তো নাই, মারা পড়ছিলাম বাঁচিয়ে দিল বরং। ট্রাম্‌ থেকে নাম্‌তে কেন যে আমার হ্যাঁচ্‌কা টান্‌ লাগ্‌ত য়্যাদ্দিন বুঝিনি, আমার দিব্য চক্ষু খুলে দিয়েছে সে। স্কয় বাউট্‌টা বল্ল আমায়, দেখুন, যা নেমেছেন নেমেছেন, আর কখনো অমন করে' নাম্‌বেন্‌ না। ট্রাম যেমুখো যাচ্ছে সেই দিকে মুখ করেই নামার নিয়ম, তার উল্‌টোমুখো নামা ঠিক নয়। সে রকম নাম্‌লে টাল্‌ সাম্‌লাতে না পেরে চিৎপাৎ হয়ে পড়্‌বেন, ট্রামের তলাতেই লট্‌কে যাবেন, কাটা পড়্‌বেন অকালে।"

"তাই নাকি? আমি তো বরাবর তাই নামি।" রোমাঞ্চিত দেহে গোব্‌রা ব্যক্ত করে।

"য়্যাঁ? বলিস্‌ কি? য়্যাঁ? আর ওরকম করিস্‌ নি

কক্ষনো, খবরদার! উঃ, কী সর্ব্বনাশ! য়্যাদ্দিন্ যে কাটা পড়িস্ নি এই ঢের!"

"কিন্তু বিস্তর আছাড় খেয়েছি দাদা! এতদিন আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌ত, এত লোক নাম্‌ছে কেউ খাচ্ছে না, অথচ আমি কিনা নাম্‌ছি আর খাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি বরাবর, যতই ভাব্‌তাম ততই তাজ্জব হতাম্! এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি কেন!"

"তবেই বোঝ্ বাউ স্কায়েট্‌রা উপকারী কিনা! আমি ছেলেটাকে বল্লাম, উপকৃত হয়ে বল্লাম, তুমি আমায় বাধিত করলে। চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। কিন্তু আমি যখন নাম্‌ছিলাম, উল্‌টোমুখো হয়েই নাম্‌ছিলাম, তখন তুমি তো আমার পাশেই দাঁড়িয়ে। আগেই আমাকে বারণ করে' সাবধান কর্‌লে না কেন?"

"তারপর? তারপর?" গোব্‌রা রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করে।

"ছেলেটা বল্ল, আমার তো এখানে নাম্‌বার কথা নয়। কিন্তু আপনাকে উল্‌টোমুখো হয়ে দাঁড়াতে দেখেই আমি উঠে পড়েছি। তখনই জেনেছি যে বেকায়দাতেই আপনি নাম্‌বেন। বারণ করিনি এইজন্যে যে যদি আপনি

পড়ে গিয়ে কাটা পড়েন তখন আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সুযোগ পাব। তখন আরো কত, কত বেশী আরো উপকার কর্‌তে পারব আপনার।"

"বাঃ বাঃ! সত্যি তো, ভারী উপকারী তো ছেলেটা! আর সব ছেলের মতো নয় তো?"

ভাবাবেগে গোব্‌রা হিম্‌সিম্ খেতে থাকে।

"বয় স্কয়েট্ বলেছে কেন তবে? আর সব ছেলের মতো দুষ্টু আর ফাজিল্ নয়, তাদের মতো অনুপকারীও না—এসব ছেলের ঢের উপকারিতা।" হর্ষবর্দ্ধন সহর্ষে গোঁফে চাড়্ দ্যান্: "টম্যাটোর মতই এরা উপকারী।"

"হজম হয়ে যাবার পক্ষে খুব সাহায্য করে, না দাদা?"

"যা বলেছিস্! যমের মুখে এগিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনে। সহজ কাজ কি? একি সামান্য উপকার? আমি ঠিক করেছি, আমিও একটা স্কাউ-বাউট্ হবো। যাকে পাবো, যাদের পাক্‌ড়াতে পারব, তাদের উপকার করে' দেব। দেবই! তুই কি বলিস্?"

"বাউ স্কাউটের তো পোষাক চাই। পোষাক কই তোমার?"

"নাঃ, সে ছোট্ট হাফ্‌ প্যাণ্ট্‌ কি আমার গায়ে আঁটে? সে পোষাক আমার পোষাবে না। মার্কামারা স্কাউ বয়েট্‌ নাই হলাম, এম্‌নিই লোকের উপকার করা যায় না? ধরে বেঁধে করা যায় নাকি? কর্‌লে কী ক্ষতি?"

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই হর্ষবর্দ্ধনের টনক্ নড়্ল, আগের দিনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

"হ্যাঁ, আজই! আজই তো! আজ থেকেই আমি পরের উপকারে লাগবো। বেকার জীবন কোনো কাজের না। যো পেলেই কারু না কারু কিছু না কিছু একটা না একটা উপকার আমি করবই! কর্‌তেই হবে, নইলে জীবন ধারণই বৃথা! তবে হ্যাঁ, উপকার কর্‌বার একটা ছুতো পেলে হয়!"

যতই ভাব্‌ছেন, যতই ভেবে দেখ্‌ছেন, ততই, উপকারের চেয়ে, উপকার করার চেয়েও, করবার ছুতো পাওয়াটাই বেশি কষ্টকর বলে' তাঁর ধারণা হচ্ছে। তিনি আপনমনে ঘাড় নাড়ছেন আর বল্‌ছেন, সত্যি, উপকার করাটা নিশ্চয়ই খুব দুঃসাধ্য কাজ, নতুবা পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন? এমন কি, স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েও, কারো ভালো করে' উঠ্‌তে পার্‌ছেন না কেন? নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটার কোথাও কিছু গলদ্ আছে।

নইলে, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিও, পরের উপকার করতে য়্যাদ্দুর কেন পেছপা ছিলেন ? সাধে কি আর তিনি কোমর বেঁধে প্রাণ ভরে' পরের অপকার করে' বেড়াতেন ? বিদ্যাসাগরের জীবনী, হর্ষবর্দ্ধনের খুব ছোট-বেলায় পড়া, কিম্বা পরের মুখ থেকে শোনা—যদিও তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই তাঁর এখন স্মরণে নেই, তবু তার অনুস্বরটুকু এখনো যেন তাঁর মনে অনুরণিত হচ্ছে।

কে যেন এসে বিদ্যাসাগরকে কবে বলেছিল, মশাই, অমুক্ লোকটা আপনার ভারী সুখ্যাৎ কর্‌ছে !

শুনে তো বিদ্যাসাগর মশাই তো হাঁ ! তিনি বল্লেন, য়্যাঁ ? সুখ্যাৎ কর্‌ছে ? কেন ? অমুক্ আমার এত সুখ্যাৎ কর্‌বে কেন ? আমি তো কখনো তার কোনো অপকার করিনি !

এ থেকেই বোঝা যায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র উপকার করাকে কতখানি ডরাতেন ! প্রায় স্বর্গগত পরমেশ্বরের মতই। বরং তিনি পরের অপকার করে' সুখ্যাতিভাজন হতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কারো উপকার করে' নিন্দা কুড়াতে তাঁর বিন্দুমাত্র সাহস ছিল না।

তাঁর না থাক্, হর্ষবর্দ্ধনের আছে সাহস। হর্ষবর্দ্ধন

মরীয়া। পরোপকার তিনি কর্‌বেন, কর্‌বেনই করবেন, যাকে হাতে পাবেন, বাগাতে পারবেন—তার হাতে পায়ে ধরেই হোক্‌ আর যে-করেই হোক্‌—উপকারটি না করে' তিনি নড়বেন না। আজ থেকে ইহলোকে তাঁর নবজীবন, আজ থেকে তিনি নাছোড়বান্দা।

হর্ষবর্দ্ধনের খেয়াল হোলো, আচ্ছা, বাড়ী থেকে আরম্ভ কর্‌লে কেমন হয়? গোবর্দ্ধন থেকেই সুরু কর্‌লে মন্দ কি? নিজের ভাইকেই, প্রথমে, পর বিবেচনা করে' পরোপকারের হাতে খড়ি হোক্‌ না কেন?

তারপর? তারপর—পরের ভাইরা তো পড়েই আছে! খুসি মতো করলেই হোলো।

হর্ষবর্দ্ধন হাতের পাঁচ ধরেই আগে টান্‌ মারেন: "গোব্‌রা! গোব্‌রা রে! এই গোব্‌রা! গেল কোথায় হতভাগা?"

আশ্চর্য্য! তিনি উপকার করবেন, হাত ধুয়ে বসে আছেন, অথচ যার উপকার হবে তারই কিনা পাত্তা নেই! ছ্যাখো দিকি বিদ্‌খুটে কাণ্ড!

হাঁক্‌ ডাক্‌ পড়্‌তেই গোব্‌রা এসে হাজির।—"এই সকালে এত ডাক্‌পাড়াপাড়ি কিসের শুনি?"

"আমি ভাব্ছি তোর একটা উপকার কর্‌লে কেমন হয়? য়্যাঁ?" দাদার গুরুগম্ভীর মুখ থেকে বেরয়।

"আমার? আমার আবার কী উপকার কর্‌বে?" গোব্‌রা আকাশ থেকে পড়েঃ "আমার কেন?" এবং খুব ভীত হয়ে পড়ে।

"কর্‌তে হয়। তুই বুঝিস নে। যা একখান্ চ্যালা কাঠ নিয়ে আয় আগে। নিয়ায় বল্‌ছি।"

"চ্যালা কাঠ কী হবে?" আরো অবাক্ হয় গোব্‌রা।

"আন্‌লেই টের পাবি।" দুর্ব্বহ দায়িত্বের মোট মাথায় করে' হর্ষবর্দ্ধনের সারা মুখ তখন গুমোট্। "হাতে নাতেই দেখিয়ে দেব এখন।"

চ্যালাকাঠটা হাতিয়ে নিয়ে দাদা বলেনঃ "আচ্ছা, তোকে যদি আজ থেকে আমি কেবল পিঠে করে' বয়ে নিয়ে বেড়াই, সেটা কি তোর খুব উপকার হবে না?"

"আমাকে? পিঠে করে'? কেন, পিঠে কেন?"

"বাঃ, চল্‌তে ফির্‌তে তোকে তাহলে বেগ পেতে হয় না। হাঁটা-চলায় কত না কষ্ট তোর! তাব বদলে কেউ যদি তোকে কাঁধে করে' বয়ে নিয়ে বেড়ায় মন্দ কি?"

গোবর্দ্ধন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে: "বল্‌তে পারি না, তা হয় তো একরকম মজাই হবে।"

"তাই ভাব্‌ছি, আজ থেকে তোকে পিঠে বয়ে নিয়ে বেড়াব। দিনরাত তুই আমার পিঠে-পিঠেই থাক্‌বি। বড় বড় দেবতার যেমন পীঠস্থান থাকে, তেম্‌নি আমার পিঠ-স্থানে তোকে প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। কেমন বল্‌?"

এতখানি দেবত্বের প্রলোভনও গোবর্দ্ধনকে কেমন প্রলুব্ধ করতে পারে না, সে আপত্তির সুর তোলে: "কিন্তু—কিন্তু সেটা কি খুব ভালো হবে?"

"কেন হবে না? তোর উপকার হবে, তোর ভালো করা হবে, অথচ ভালো হবে না। সে কেমন কথা?"

"একটু আধটু মাঝে সাঝে চাপতে পেলে মন্দ না হয়ত, —কিন্তু দিনরাত—" তথাপি গোবর্দ্ধনের কিন্তু-কিন্তু যায় না।

"তাহলে আর কি? তাহলে আগে তোকে খোঁড়া কর্‌তে হয়, এই যা। পা-ওয়ালা কাউকে তো পিঠে বয়ে বেড়ানো ভালো দেখায় না। মানায়ও না তেমন। সেটা আর এমন কি উপকার করা হোলো? খোঁড়া মানুষকে যে পিঠে তুলে নেয় সেই তো যথার্থ দয়ার্দ্র—সত্যিকারের উপকারী সেই তো।"

"সেকথা ঠিক দাদা!" গোবর্দ্ধন সায় ছায়। "আমার চেয়ে বরং কোনো একটা খোঁড়াকে—"

"আরে, তাইতো এই চ্যালাকাঠটা আনিয়েছি! আগে তোর পা ভাঙি, খোঁড়া করি আগে, তারপর—তারপর তো —"

এই বলে' যেই না হর্ষবর্দ্ধন চ্যালাকাঠ সহ, গোবর্দ্ধনের দিকে, তার গোদা পায়ের দিকে, নিজেকে পরিচালিত করেছেন, গোবর্দ্ধন, কি করে' বলা যায় না এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত রহস্যটা যেন সমঝে নেয়, অপদস্থ হবার অনির্ব্বচনীয় একটা আশঙ্কা তার ভেতরে সংক্রামিত হয়ে অকস্মাৎ তাকে ভয়ানক বিচলিত করে' তোলে। তিন লাফে সিঁড়ি টপ্‌কে ছাতে উঠে চিল্‌কোঠায় ঢুকে সে খিল্ এঁটে ছায়।

'আগে তোর পা ভাঙি, তার পর তো পিঠে করবো !'

"ধুত্তোর! বাড়ীর কারু কোনো উপকার আমার দ্বারা হবার নয়। বাড়ীতে আমি বিদ্যাসাগর! বাধ্য হয়েই বিদ্যাসাগর, কর্‌ব কি? দেখি, বাইরের কারো সুবিধেমত কিছু করা যায় কিনা!"

এই বলে' চ্যালা কাঠকে সুদূরপরাহত করে' হর্ষবর্দ্ধন বেরিয়ে পড়েছেন। গলায় একটা রুমাল্ জড়িয়ে নিতেও ভোলেন নি! পুরোপুরি বয় স্কাউট্ না হতে পারুন্, কেননা হাফ্ প্যাণ্ট্ পরা তাঁর পক্ষে যতটা অসম্ভব, বয়্ হতে পারা, এতখানি বয়সে আবার ফের বয়ত্বে ফিরে যাওয়া তার চেয়ে কিছু কম অসাধ্য নয়, তাই যতটা রয় সয়, যতখানি সম্ভব, ততটাই কেবল করেছেন। রুমাল্ বেঁধেছেন গলায়। বিশ্বগ্রাসী পরোপকারের বাসনা গলায় নিয়ে তিনি যে বেরিয়েছেন সেইটে জানানোর জন্যেই ওটা জড়ানো।

বাস্তবিক, এই কি মানুষের জীবন? কেবল নিজের,—নিজেরই কেবল উপকার করা? ছি ছি! হর্ষবর্দ্ধন নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন মনে মনে। কেবল মাছের ঝোল্ আর ভাত, ভাত আর মাছের ঝোল্—আর মাঝে মাঝে তাই

হজম্ করতেই সোডি বাই কার্ব্ব—দূর্ দূর্! এভাবের জীবন-যাপনে প্রাণ যে যায় যায় হবে, ভাত হজম করাই কঠিন হয়ে পড়্বে সে আর বেশী কি? সমস্ত অস্তিত্বই যে অম্বল হয়ে ওঠে না তাই আশ্চর্য্য!

একান্ত নিস্বার্থ হয়ে পরের জন্যে যে প্রাণান্ত করে, নিজের প্রাণান্তই অবশ্যি, সেই একমাত্র মানুষ। হর্ষবর্দ্ধন, মনের মধ্যে এবং মনের বাইরে, বারম্বার ঘাড় নেড়ে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচেন।

সিদ্ধান্তে এবং সদর রাস্তায় একসঙ্গেই এসে পৌঁছেচেন।

বসন্তের জোরালো হাওয়া দিয়েচে, দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়া! বঙ্গোপসাগর থেকে সবেগে বয়ে আস্‌ছে, সারা পথের ধূলোবালি জাবর-জঞ্জাল কুড়িয়ে বাড়িয়ে। সোজা চলে আস্‌ছে সজোরে—সবাইকে ধাক্কা দিতে দিতে। সেই সাথে এধার ওধার থেকে খাঁচার কোকিলের আর্ত্তনাদ ভেসে আস্‌তেও কসুর কর্‌চে না।

হর্ষবর্দ্ধন প্রাণ ভরে' দক্ষিণা বাতাসের ঘ্রাণ নেন্, কান ভরে' কোকিলবিনিন্দিত ক্ষুরধার আওয়াজের খোঁচা খান্। স্বর্গের দিকে তাকিয়ে, উট্‌মুখো হয়ে গট্‌গট্ করে' হাঁটেন। তাঁর নাক জ্বালা কর্‌তে থাকে।

কয়েক পা এগুতেই পতিতুণ্ডিদের পোলট্রি ফার্ম্ম্।

আকাশের থেকে দৃষ্টি নামাতেই, মুর্গিখানার ওপর ওঁর নজর পড়্ল। ভ্রূকুঞ্চিত করে' তাকালেন হর্ষবর্দ্ধন।

এই পতিতুণ্ডিদের উনি দুচোখে দেখ্তে পারেন না। পতিতুণ্ডি এবং ওর মুর্গিদের। হতভাগাদের চীৎকারে সকালে আয়েস করে যে একটু ঘুমোবেন তার যো-টি নেই! সমবেত কোকরকোঁর সে যা ঐক্যতান্! ভোরাই ঘুমটাই মাটি!

খুনে! ডাকাত! অপদার্থ! এই পতিতুণ্ডি এবং ওর মুর্গিরা!

অনেকখানি জায়গা জুড়ে পতিতুণ্ডিদের এই মুর্গিখানা। পতিতুণ্ডি মশাই থাকেন ওপাশটায়, আর এধারটায় মুর্গিদের আস্তানা। খানিক্টা বাগানের মতো রয়েছে, তারই এক কোণে, একটা খোড়ো ছাউনির ভেতরে বাইশ জোড়া মুর্গির বসবাস।

ওদের এক জোড়া একবার হর্ষবর্দ্ধনকে তাড়া করে' এসেছিল। রাস্তায় ওঁকে এক্লা পেয়েই বোধ হয়। হর্ষবর্দ্ধন ঘাব্ড়ে গিয়ে ভয় খেয়ে পালিয়ে এসেছিলেন প্রথমটায়। তারপর সাহস সঞ্চয় করে' অমিত বিক্রমে

ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন। তাড়াতে তাড়াতে একেবারে বাগানের ভেতরে রেখে দিয়ে এলেন। সেই সময়েই বাগানের ভেতরের আবহাওয়া আর হাবভাব স্বচক্ষে দেখে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

উক্ত মুর্গি-যুগলকে আবার তিনি সামনে দেখতে পেলেন। সেই মোরগ-দম্পতিই কিনা, যদিও শপথ করে সঠিক বলা যায় না—কেন না এক মুর্গি থেকে আরেক মুর্গিকে আলাদা করে' চেনা দুষ্কর। অন্ততঃ হর্ষবর্দ্ধনের মত ভদ্রলোকদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে কেবল এক পতিতুণ্ডিরাই পারে। যাই হোক্, হর্ষবর্দ্ধন, ওদের আজ না ঘাঁটিয়ে, কেবল বঙ্কিম কটাক্ষ করে', রাস্তার অন্য পাশ ঘেঁষে, সতর্ক ভাবে এড়িয়ে, পেরিয়ে গেলেন ওদের।

তাঁর ভাগ্য ভালো, আজ ওরা তাঁকে লক্ষ্য করল্ না। আজ আর কোনো মুর্গির হাঙ্গামা ঘট্ল না। নোঙ্‌রা নর্দ্দমার আশে পাশে, হর্ষবর্দ্ধনের চেয়েও মূল্যবান্ অন্যকিছুর অন্বেষণে ব্যাপৃত রয়ে গেল তারা।

মুর্গিদের পেরুতেই, বাগানের ওধার-ঘেঁষা, পতিতুণ্ডিদের উঁচু বাড়ীটা নজরে ঠেক্‌ল তাঁর। তাঁর চোখ দুটোকে খুঁচিয়ে দিল যেন। বিজাতীয় একটা বিতৃষ্ণায় তাঁর

অন্তঃস্থল ভরে গেল, বিরক্তিতে তিনি বেগুনী হয়ে উঠলেন। পরোপকারের তৃষ্ণা নিয়ে, বিশ্বপ্রেমে গদ্‌গদ হয়ে তিনি বেরিয়েছেন, সে কথা ঠিক; কিন্তু তা বলে' পতিতুণ্ডিদের সইতে তিনি অপারগ। তার মুর্গিরাও তাঁর অসহ্য!...

অদূরের একটা গাছে সবুজ পাতা ধরেছে, তার ডালপালারা তাঁকে হাতছানি ছায়। দূরের কোকিলটা তখনো ডেকে মর্‌ছে। ধারালো আওয়াজের তার কামাই নেই। নরম বাতাস হর্ষবর্দ্ধনের গালে হাত বুলোয়। সারা পৃথিবী হর্ষবর্দ্ধনকে সমাদর করবার জন্যে কাতর—হর্ষবর্দ্ধন বিশ্বহিত করতে বেরিয়েছেন।...অথচ এত সবের মাঝখানে, এহেন অফুরন্ত আদরের মধ্যেও, হর্ষবর্দ্ধনের বুকের ভেতরটা খচ্‌ খচ্‌ করে। ওই পতিতুণ্ডিরা রোজই মুর্‌গির ডিমের মাম্‌লেট্‌ খায়, বিনা পয়সাতেই খায়, তুবেলাই খেতে পায়। যখন খুসি খায়, যত খুসি খায়—একথা ভাব্‌তে গেলে প্রাণে কেমন ঘা লাগে। লাগা খুব অস্বাভাবিক না। কিন্তু—কিন্তু—হর্ষবর্দ্ধন ভাবেন, এই জন্যে কি, এই ডিমের সৌভাগ্যের জন্যে কি কারুকে কারু হিংসে করা উচিত? হর্ষবর্দ্ধন মনের মধ্যে আন্দোলন লাগান্‌ নাঃ, সেটা ঠিক নয়। হর্ষবর্দ্ধন উদার হবার—উদরের

মুর্গিদের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে হর্ষবর্দ্ধন সোজা পথ ধরলেন

ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেন, হৃদয়বান্ হিতচিকীর্ষু হর্ষবর্দ্ধন!
দখিন্ হাওয়া তাঁর টাকের ওপর হাত বুলোয়।

ছি! কারুক্কে কি ঘৃণা কর্‌তে আছে? মুর্‌গিদিগকেও না। মানুষদের তো নয়ই, যদিও তারা মুর্‌গির মত নয়, বেশ একটু অখাদ্যই, তাহলেও, মানুষ-মুর্গি-নির্ব্বিচারে সবার প্রতিই আমাদের স্নেহপ্রবণ হওয়া উচিত। সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি নিয়ে সবাইকেই সমান ভালোবাসা কর্ত্তব্য।

হর্ষবর্দ্ধনের চোখের সাম্‌নে সারা বিশ্বজগৎ হঠাৎ যেন কোলাকুলি লাগিয়ে দেয়। বাড়ীতে বাড়ীতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে' দাঁড়িয়েছে—ঘরে-ঘরে জড়াজড়ি! যাবতীয় প্রাণী—এমন কি, অপদার্থ জড়বস্তুরাও প্রেমের জন্য উন্মুখ, উন্মুখর। হর্ষবর্দ্ধনের মনভিজে যায়, ভিজে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করতে থাকে। বড়ো বড়ো পা ফেলে তিনি চলেন। বড়ো বড়ো পা এবং বড়ো বড়ো নিশ্বাস একসঙ্গে ফেল্‌তে ফেল্‌তে তিনি এগিয়ে যান্।

হর্ষবর্দ্ধনের অন্তর্গত বিশ্বপ্রেম ক্রমশই দানা বেঁধে ওঠে। বড় রাস্তার মোড়ে যখন পৌঁছলেন তখন তা ভালো করেই জমাট্ বেঁধেছে। বিশ্বের হিত-লালসায় তখন তিনি লালায়িত। কারো না কারো কিছু না কিছু ভালো তিনি করবেন, ভালো করেই কর্‌বেন, ফাঁক্ পেলেই করে' দেবেন এবং করেই সরে' পড়বেন। কেউ টের পাবে না, জান্‌তে পারবে না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক বাজিয়ে তা জাহির করা হবে না। নামের জন্যে নয়, লাভের জন্যে নয়, নিস্বার্থভাবে পরের আর নিস্বের উপকার—খুব বেশী না হোক্, একটুও, একজনেরো অন্ততঃ। একটাই যথেষ্ট আজ।

হ্যাঁ, একটাই বা কম কি ? আজ একটা ভালো কাজ। কাল হয়ত আরেকটা। পরশু আবার আরেক। এবং এইভাবে বরাবর। এম্‌নি কর্‌তে কর্‌তে ভালো কাজ করার অভ্যাস হয়ে যাবে। বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে শেষটায়।

এই করে করেই তো মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

সাম্‌নে একটা চল্‌তি বাস্‌ পেয়ে হর্ষবর্দ্ধন উঠে পড়লেন। একেবারে ভর্ত্তি বাস্—মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি। আপিসমুখো কেরাণীরা মুর্গি-বোঝাই হয়ে চলেছে। পাদানী পর্য্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে।

তার মধ্যেই উঠে পড়লেন তিনি. ভিড় ঠেলে, রীতিমত ঠেলে ঠুলেই তাঁকে ঢুক্‌তে হোলো। কিন্তু কি করবেন, পরের উপকার করতে তিনি বেরিয়েছেন, নিজের আরামের কথা ভাবলে তাঁর চলে না। কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে, গালমন্দ সয়ে, এমন কি পরের পা মাড়িয়ে থেঁতো করে' তাঁকে ভেতরে সেঁধুতে হয়।

অনেক ধাক্কাধাক্কি হজম্‌ করে' একটুখানি দাঁড়াবার তিনি স্থান পান। সামনে লোক পিছনে লোক, আশে পাশে লোক—লোকে লোকে ছয়লাপ্‌! মানুষের এই গাদার মধ্যে আলাদা করে' নিজেকে বোঝা এবং বোঝানো খুব সোজা নয়। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে, কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে থেকে, চারিধারে তিনি তাকান্‌। এদের মধ্যে কারো, এখানে, এখনি, এই দণ্ডে কি কোনো উপকার করা যায় না? মনে মনে তিনি ভাবেন। প্রাণ কণ্ঠাগত হলে কি হবে, পরোপকারের উৎকণ্ঠা তাঁর যায়নি।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুযোগ এসে জোটে। ইচ্ছেরা আর সুযোগরা কি করে' পরস্পরের মালুম পায় বিধাতাই জানেন, কিন্তু দেখা যায়, ঠিক তারা পিঠোপিঠি এসে পৌঁচেছে।

কিন্তু এটা কি ঠিক পরের উপকার? তবে নিজেকে পর ভাব্‌লে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যদি নিজের উপকার করেই সুরু করা যায় তাতেই বা লজ্জা কিসের? চ্যারিটি বিগিন্‌স্‌ য়্যাট্‌ হোম্‌! একথা কার অজানা? বাল্য কালের পাঠ্য বইয়েই পড়া—ভুল্‌তে পারেননি তিনি এখনো। চ্যারিটি বিগিন্‌স্‌ য়্যাট্‌ হোম্‌!

গোব্‌রার উপকার করবার সুযোগে তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন, এখন নিজের উপকার করে' সেই ক্ষতিটা পুষিয়ে নেয়া মন্দ কি? নিজের উপর দিয়েই সুরু করা যাক্‌ না—বিশ্ব তো পড়েই রয়েছে—পালাচ্ছে না—আর সময়ও বিস্তর—কাউকেই তিনি বঞ্চিত করবেন না। রেহাই দেবেন না কাউকেই! সঙ্কোচ কাটিয়ে হর্ষবর্দ্ধন পকেটে হস্তক্ষেপ করেন।

নিজের পকেটে। অনেকক্ষণ থেকেই তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল পাশের লোকটি যেন তাঁর পকেট্‌ হাত্‌ড়াচ্ছে। ভিড়ের ঠ্যালায়, গাদাগাদির গুঁতোয় ভালো মত কিছু দেখাও

যায় না—কিন্তু ওরই ভেতরে নিজেকে বাঁচানোও তো দরকার। নিজে না বাঁচলে পরকে বাঁচাবেন তিনি কি করে'? ওরই মধ্যে, ভিড়ের ফাঁক্-ফোকরের ভেতর দিয়েই তিনি হাত চালিয়ে দ্যান্—অত্যন্ত কৌশলেই চালাতে হয়।

যা অনুমান করেছিলেন তাই। আরেক জনের হাত তাঁর আগেই সেখানে গিয়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এক-মাত্র পকেটের ফাঁকে দু দুটো হাত—বিশেষতঃ হর্ষবর্দ্ধনের তো হাত নয়, একখানি হস্ত! একহাত হৃষ্ট-পুষ্টতা!

অপর হাতখানি বেরিয়ে পড়্তে ব্যতিব্যস্ত হয়, কিন্তু পেরে ওঠে না, হর্ষবর্দ্ধনের হস্ত তাকে গ্রাস করে' রয়েছে—এক হাত নিয়ে রেখেছে বেচারাকে।

হর্ষবর্দ্ধন চেঁচিয়ে উঠ্তে চান্—কিন্তু বিস্ময়ে রাগে তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি বন্ধ। অপর ব্যক্তি একেবারে নিঃশব্দ, সে যে কে, টের পাবার যো নেই! ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে, হারিয়ে বেমালুম্ হয়ে রয়েছে। হর্ষবর্দ্ধন নিজেই চ্যাপ্টা চাঁই হয়ে গেছেন, নিজেকেই খুঁজে পাচ্ছেন না, সাম্লাতে পারছেন না—এই টাল্মাটালের মধ্যে, জনতা ভেদ করে' বাঞ্ছিত জনকে আর কি করে' আবিষ্কার করবেন?

"দেখুন্ আপনারা ভালো কর্ছেন না।" মাঝখান থেকে একজন বলে' ওঠেন ঃ "ভালো কর্ছেন না কিন্তু।"

একমাত্র পকেটে একাধিক শ্রীহস্ত !

"আপনাদের দুজনকেই আমি বল্‌ছি।" কোনো রকমে ঘাড় কাৎ করে' সেই লোকটি হর্ষবর্দ্ধনকে মুলাকাৎ করেন: "আপনাকেই আমি বিশেষ করে' বল্‌তে চাই।"

"য়্যাঁ ?—" হর্ষবর্দ্ধন হক্‌চকিয়ে যান্‌।

"দুজনেই এক সঙ্গে আমার জামার পকেটে হাত পুরেছেন!" কাতর কণ্ঠে ভদ্রলোকটি উল্লেখ করেন: "এটা কি আপনাদের ভালো হচ্ছে ?"

"য়্যাঁ, তাই নাকি ?" শশব্যস্ত হয়ে হর্ষবর্দ্ধন হাত টেনে নেন্‌। অপর হাতটি অবিলম্বে অন্তর্হিত হয়।

"নিজের ট্যাঁকের খবর কে আর বেফাঁস্‌ করে ? তাই এতক্ষণ চুপ্‌ করে' ছিলাম। কিছু বলিনি এতক্ষণ। কিন্তু আর চুপ্‌চাপ্‌ থাকা যায় না, না বলে' আর পার্‌লুম না মশাই! অনর্থক আপনারা আমার জামার মধ্যে মারামারি কর্‌ছেন। পকেটে আমার একটি পয়সাও নেই।"

"আমি তো—আমি তো—" হর্ষবর্দ্ধন বিব্রত হয়ে পড়েন।

অপর ব্যক্তির কোনো উচ্চবাচ্যই নেই। বাস্‌ থেকে যেন তিনি উপে গেছেন। একদম্‌ উপেন্দ্রনাথ!

"আপনিই তো বেশী হানি করেছেন মশাই! উনি হাত পুরেছেন পুরেছেন, ওঁর সরু হাত, কিছু না পেলে আপ্‌নিই সরে পড়্‌তেন, কিন্তু আপনি আবার ওপরচড়াও হয়ে হানা দিয়ে আমার কী সর্ব্বনাশ করেছেন দেখুন্! জামাটা ফাঁসিয়ে দিয়েছেন একেবারে।"

ভদ্রলোক জামাটা দেখাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেখিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। হর্ষবর্দ্ধন দেখ্‌তে পান্ না, কিন্তু অনুভব করতে পারেন।

বাস্ শুদ্ধ লোক হর্ষবর্দ্ধনের ওপর ক্ষেপে ওঠে, সবাই মার্‌তে উদ্যত হয়। কিন্তু মাথার ওপরের হাতল হাত্‌ছাড়া করে' তবেই মারামারি কর্‌তে হয়। অথচ হাত ছাড়্‌লেই হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌তে হবে। কিন্তু পড়্‌বেই বা কোথায়? ঠাস্ বোঝাই বাস্—পড়্‌বার তিলমাত্র স্থান নেই। অথবা তিলমাত্র স্থানই কেবল রয়েছে। কিন্তু সেখানে পড়া যায় না, কোনো তালে না। অগত্যা সবাই অসহায় ক্রোধে মারমুখো হয়ে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে আর ফুলতে ফুলতে চলে।

হর্ষবর্দ্ধন ভারী কাহিল হয়ে পড়েন। পালাবেন ভাবেন, কিন্তু সর্‌বেন কোথ্‌ দিয়ে? ছুঁচ্ গলানোর ফাঁক্

নেই, কিম্বা সেইটুকু ফাঁক্ই রয়েছে। কিন্তু ঐ দেহ নিয়ে ত সূচীভেদ্য হওয়া যায় না। ভয়ে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে।

ডালহৌসি স্কোয়ারে বাস্ পৌঁছয়। নেমে পড়ে সবাই। হর্ষবর্দ্ধনও কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নামেন। মার খাবার আশাতেই তাঁকে নাম্‌তে হয়, কিন্তু না, তিনি নাম্‌বার আগেই দক্ষযজ্ঞ বেধে গেছে। যে যাকে পাচ্ছে, চোর সাব্যস্ত করে' ধরে বেঁধে কিল্ চড় ঘুষি বসিয়ে নিচ্ছে। হর্ষবর্দ্ধনের গায়ে আঁচড়টিও লাগে না।

আশ্চর্য্য! উনি ওদের উপকার কর্‌তে চেয়েছিলেন, বল্‌তে কি, সেইজন্যেই ওঁর বাসে ওঠা, অথচ ওরাই ওঁর উপকার করে' চলে গেল। নিজেরাই মারধোর খেয়ে খুসি হয়ে চলে গেল। উল্‌টো উৎপত্তি আর বলে কাকে!

হর্ষবর্দ্ধন অতঃপর সতর্ক হন্। না, এবার থেকে বুঝে সুঝে পরের উপকার কর্‌তে হবে। এমন কি নিজের উপকার কর্‌তেও যথেষ্ট সাবধানতার দরকার—ঝট্ করে' করে ফেল্লেই হোলো না! অত সস্তা নয়! উপকারের হঠকারিতা অপকারের চেয়েও মারাত্মক হতে পারে।

এই সব উচিৎ অনুচিৎ ভাব্‌তে ভাব্‌তে, হর্ষবর্দ্ধন, একটা ফাঁকা ট্রাম দেখে উঠে পড়েন। রাজা বাজারের গাড়ী

ধর্ম্মতলা ঘুরে যাবে, এস্‌প্ল্যানেডে পৌঁছতেই প্যাসেঞ্জারে ভরে' ওঠে। হর্ষবর্দ্ধনও ভাবনায় ভর্ত্তি হতে থাকেন।

কত কি ভাবনা! বাস্তবিক, পরের উপকার করা কী দুঃসাধ্য ব্যাপার! কখন, কোথায়, কার উপকার কর্‌বেন? কি করে—কেমন করেই বা কর্‌বেন? ফাঁক্ কই কর্‌বার?

হঠাৎ তিনি চোখ তুলে দ্যাখেন, তাঁর সাম্‌নের সীটে, হাত খানেকের মধ্যেই, একটি বয়স্কা মেয়ে কখন্ এসে বসেছে। তার কোলে ছোট্ট একটি শিশু। মেয়েটির রোগা লম্বাটে মুখ, পরিচ্ছন্ন হলেও কাপড় চোপড়ে পরিষ্কার দারিদ্র্যের ছাপ। জীবন-সংগ্রামে ও যে নাজেহাল্ হয়ে পড়েছে বোঝা যায় বেশ।

দেখ্‌বা মাত্রই হর্ষবর্দ্ধনের হৃদয় বিগলিত হতে থাকে। এই তো তাঁর সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ বল্‌তে গেলে। মেয়েটির কব্‌জি থেকে ময়লা একটা হাতব্যাগ্ ঝুল্‌ছে। ব্যাগের মুখ খোলা, হর্ষবর্দ্ধন লক্ষ্য করেন।

ব্যাগের ঐ অর্দ্ধোদয়যোগে একটা আধুলি কিম্বা একটা টাকাই হোক্, অনায়াসে অজ্ঞাতসারে তিনি ফেলে দিতে পারেন। বাড়ী ফিরে মেয়েটি কী আহ্লাদিতই না হবে তাহলে! অপ্রত্যাশিত অর্থের মুখ দেখে কী আনন্দই না হবে

ওর ! না, টাকা নয়, একটা নোট্ই তিনি গলিয়ে দেবেন। অচেনা উপকারকের কথা ভেবে কী উচ্ছ্বসিতই না হয়ে উঠবে মেয়েটি ! নিজে ভেবে নিজের মনেই পুলকিত হতে থাকেন হর্ষবর্দ্ধন।

একটা নোট্ করতলগত করে' আস্তে আস্তে তিনি সাম্‌নের দিকে ঝোঁকেন। উপকার করবার দুঃসাহসে তাঁর বুক দূর্ দূর্ কর্‌তে থাকে। তাক্ বুঝে ফাঁক্ গলিয়ে ফেল্‌তে যাবেন—

এমন সময়ে একটা কান-ফাটানো গলা খন্ খন্ করে' উঠল : "লোকটা আপনার পকেট মার্‌ছে !"

পাশের আসনের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাঁরই দিকে আঙুল বাড়িয়ে।

মেয়েটি আর্ত্তনাদ করে' ব্যাগ সাম্‌লে নেয়। কোলের ছেলেটা ককিয়ে ওঠে। কণ্ডাক্‌টার্ ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ছ্যায়। বিপদ-সূচক ঘণ্টা !

ট্রামের প্রত্যেকে হর্ষবর্দ্ধনের দিকে তাকায়। হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গে সঙ্গে হাত টেনে নেন্ এবং নিজের পকেটে পুরে ছ্যান্ (বোকার মতো কাজ করেন অবশেষে)।

সারা গাড়ীতে ভারী হৈ চৈ পড়ে যায়। সবাই কথা

বল্‌তে থাকে। কেবল একজন অতি বলিষ্ঠ লোক, বিনা বাক্যব্যয়ে, দৃঢ় মুষ্টিতে হর্ষবর্দ্ধনের হাত চেপে ধরে।

তাক্ বুঝে ফাঁক গলিয়ে ফেলতে যাবেন—

তারপর শান্তকণ্ঠে জিগ্যেস্ করে: "দেখুন্‌তো, আপনার ব্যাগ্ থেকে কিছু সরাতে পেরেছে কিনা!"

ট্রাম্ থেমে যায়। হর্ষবর্দ্ধন আম্‌তা আম্‌তা করেন :

"আমি বল্‌ছি—বল্‌ছি আমি—সেরকম কিছু না—"

কিন্তু কি করে' তিনি খোলসা কর্‌বেন যে ঠিক উল্‌টো-টাই তিনি কর্‌তে যাচ্ছিলেন? গাড়ীর একজনও কি তাঁর বাক্যে বিশ্বাস কর্‌বে? তাঁর নোট্ নামানোর কথায়?

"নাঃ, কিচ্ছু নিতে পারেনি!—" মেয়েটি গজ্‌গজ্ করে : "বেচারার পোড়া বরাত। চারটে আনি আর দুটো পয়সা ছিল মোট্। তাই রয়েছে! কিচ্ছু নিতে পারেনি।"

"আপনি কি ওকে পুলিসে দিতে চান্?" কণ্ডাক্টার শুধোয়।

"চুরি কর্‌তে পারেনি তো পুলিসে দিয়ে কি হবে?" মেয়েটি বলে।

"চুরি—! চুরি না—!" হর্ষবর্দ্ধনের অর্দ্ধস্ফুট গলা থেকে বেরয় : "আমি—আমি—আমি—"

"ধিক্ ধিক্! মেয়েছেলের পকেট মারতে গেছ! গলায় দড়ি দাওগে! কেন আমাদের কি পকেট ছিল না? না, পকেটে কি কিচ্ছু ছিল না আমাদের? দাও ওকে ট্রাম থেকে ফেলে! দূর করে দাও! গলা ধাক্কা দিয়ে

তিনি উঠে গায়ের ধূলো ঝেড়ে হো হো করে' একটুখানি হেসে—

ভাগাও! পুলিস ডাকো!" ইত্যাদি নানান্ কণ্ঠ থেকে নানাবিধ মন্তব্য পাশ হতে থাকল।

কণ্ডাক্টারের সময় বয়ে যাচ্ছিল। ধৈর্য্যও যায় যায়। সে হর্ষবর্দ্ধনকে তাড়া লাগায়: "এই, উঠে এসো! নেমে যাও গাড়ী থেকে।"

এর ওপরে আপীল্ চলে না। হর্ষবর্দ্ধন উঠে পড়েন, নেমে যান্ আস্তে আস্তে। সমবেত জনমত তাঁর বিরুদ্ধে। পাদানীর কাছে গিয়ে যেমনি পৌঁছেচেন, কণ্ডাক্টার পেছন থেকে এক ধাক্কা লাগায়—বেশ জোরালো এক ধাক্কা! তিনি উড়ে গিয়ে ফুটপাথ্ জুড়ে পড়েন। চিৎপাৎ হয়ে পড়েন। ঠিক হয়ত চিৎপাৎ নয়—উল্‌টো চিৎপাৎ বল্লে ঠিক হয়। উৎপাৎ হয়ে পড়েন বলা চলে।

ট্রাম্‌শুদ্ধ লোক হা হা—হি হি—হে হে—হো হো—হৈ হৈ করে হাস্‌তে থাকে। তিনি উঠে, গায়ের ধূলো ঝেড়ে, হৌ হৌ করে হেসে—হৌ হৌ হচ্ছে দুঃখের হাসি—কান্নার নামান্তর মাত্র—আপনমনে তাই খানিক হেসে নিয়ে—কৌতূহলী জিজ্ঞাসুরা জড়ো হবার আগেই, পাশের একটা গলি দিয়ে তাড়াতাড়ি গলে পড়েন।

প্রথম পরহিতচেষ্টার এই বিপরীত ফল দেখে তাঁর মেজাজ্ তখন খিচ্‌রে গেছে। তিনি বেশ ঘা খেয়েছেন, এবং দমে, ছড়ে, দুম্‌ড়ে, হতাশ হয়ে গেছেন। উৎসাহের অনেক খানিই তাঁর উপে গেছে তখন। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে পরহিতকামীদের পথ চিরদিনই কি এম্‌নি অপ্রশস্ত—এ হেন ক্ষুরধার নয়? এই রকম কণ্টকাকীর্ণই নয় কি? পৃথিবীর যে সব মহৎ লোক অকালে মহাপ্রয়াণ করেছেন, যিশুখৃষ্ট থেকে স্নুরু করে যে সব মহাত্মা পরের ভালো কর্‌তে গিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছেন—তাঁদের এবং হর্ষবর্দ্ধনের ইতিহাস কি প্রায় এক নয়? আস্তে আস্তে আবার তাঁর প্রেরণা আস্‌তে থাকে।

হর্ষবর্দ্ধন কাছের একটা কেবিনে ঢুকে পড়ে এক গেলাস ঘোলের সর্‌বৎ সাপ্‌টে নেন্। একটু আগেই তো আরেক ঘোল খেয়েছেন—ঘোলে ঘোলক্ষয় ক্‌রে নিতে হয়। গায়ে এবং মনে জোর লাগে।

তারপর আবার তিনি চল্‌তে স্নুরু করেন।

শিয়ালদা ষ্টেশন পায়ে পায়ে পার হয়ে যান্, চল্‌তে চল্‌তে সহর ছাড়িয়ে ক্রমে গাঁয়ের পথে গিয়ে পড়েন।

বেশ কিছুটা উৎরে এসেছেন সন্দেহ নেই, কয়েক মাইল্‌ই হয়ত হবে, আধা সহর আধা পাড়াগাঁর মতো একটা জায়গায় এসে পড়েছেন। হ্যাঁ, এই পাড়াগাঁই তিনি চান্‌, যত কম সহুরে-পাড়াগাঁ হয় ততই ভালো, গেঁয়ো লোকের সঙ্গই তাঁর কাম্য। সহরের লোকদের মতো সন্দিগ্ধ স্বভাব নয় তাদের। স্বভাবসন্দিগ্ধ নয়—তারাই মানুষ। কোঁচা-দুরস্ত সহুরেদের মতো ওঁচা নয়—ওরাই ওঁর বাঞ্ছনীয়।

এবং এই গ্রামের মধ্যে কেউ না কেউ অভাবাপন্ন থাক্‌তে পারে, উপকৃত হবার যার উপস্থিত প্রয়োজন, হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যগ্রস্ত হতে যে বিন্দুমাত্র বাধা দেবে না। উপকৃত হয়ে যে বাধিত হবে, ধন্যবাদ জানাবে, চিরকৃতজ্ঞ থেকে যাবে—চিরদিন হর্ষবর্দ্ধনকে বদান্য বলে' সন্দেহ কর্‌বে, সহুরে লোকদের মতো তাঁকে বদ্‌ বা অন্য কিছু ঠাওরাবে না।

ইতস্ততঃ দৃষ্টি চালাতেই, একটা ছোট্ট বাগানবাড়ীর মতো তাঁর চোখে পড়্‌ল। বাগানের গেটের সম্মুখে কতক-গুলো ছেলে মিলে জটল্লা কর্‌ছে—কালো ময়লা ছেলেরা সবুজ ঘাসের ওপর বসে'। তারা যে তাঁর খুব প্রয়োজন বোধ কর্‌ছে এরকম বোধ হোলো না। কাজেই ওদের

অতিক্রম করে বাগানের রেলিং এর পাশ দিয়ে ঘেষো জমি মাড়িয়ে মাড়িয়ে তিনি এগিয়ে চল্‌লেন।

একটু এগুতেই, খুব বেশি দূরে নয়, বাগানের ভেতরে এক বেঞ্চিতে, মলিন-বসন-পরিহিত চিন্তামগ্ন একটি বুড়ো মানুষ তাঁর নজরে ঠেক্‌ল। দেখ্‌লেই মনে হয়, দারিদ্র্য-দুঃখ-দুর্দ্দশার সজীব প্রতিচ্ছবি—নিখুঁৎ একখানা ফটোগ্রাফ্‌। জরা এবং মরার মাঝখানে, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের ভঙ্গুর ক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। ভঙ্গীও প্রায় সেই রকম, দুই হাত দুই হাঁটুর ওপর রেখে মাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে—হতাশার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! বুড়ো মানুষটি যে দারুণ কোনো দুঃখে জড়ীভূত হয়ে রয়েছে তাতে আর ভুল নেই। কিম্বা ভারী কোনো দুশ্চিন্তার চাপে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে তাও হতে পারে। ফেলে-আসা অতীতের আওতায় তলিয়ে রয়েছে সেরকমও সম্ভব। কিম্বা হয় তো—হয় তো বা আত্মহত্যা কর্‌বে সেই মৎলবই মনে মনে ভাঁজ্‌ছে এখন, কে জানে!

হর্ষবর্দ্ধনের বুকটা ধক্‌ করে' ওঠে। এখুনি, এই দণ্ডেই ওই লোকটার কাছে ওঁর যাওয়া দরকার, গিয়ে ওকে বাঁচানো আবশ্যক। আরেকটু দেরি করলেই আর ওকে রাখা যাবে না, ততক্ষণে মৃত্যুদণ্ডে নিজেকে দণ্ডিত করে' বসবে হয়তো।

হর্ষবর্দ্ধন কাঁটা তারের বেড়া টপ্‌কেই শর্ট্‌কাট্‌ করতে চান্‌। অবশ্য ঘুরে ফিরে, সদর দিয়েও, বাগানের ভেতরে সেঁধবার একটা পথ ছিল, উন্মুক্তই ছিল, কিন্তু তখন কটা মুহূর্ত্তই বা তাঁর হাতে রয়েছে? পরোপকারমত্তদের সবুর করবার সাবকাশ আছে? এবং প্রত্যেক পরমুহূর্ত্তেই দুর্ঘটনার প্রবলতর আশঙ্কা যেখানে? লোকটার হাতের তালুতেই হয় তো আফিমের তাল, সঙ্গোপনেই ডেলা পাকাচ্ছে; এবং হাতের সঙ্গে মুখের হাতাহাতি—কিম্বা মুখোমুখি—হয়ে যেতে কতক্ষণ?

বেড়া টপ্‌কাতে গিয়ে হর্ষবর্দ্ধন জামা কাপড় ছিঁড়লেন, হাতে পায়ে ছড়ে গেল—কিন্তু পরোপকারপ্রিয়রা কি নিজেদের নিয়ে মাথা ঘামায়? তাদের অগ্রগতি রোধ করে কার ক্ষমতা? সে ক্ষমতা তাদের নিজেদেরও নেই।

নিজের প্রাণ দিয়ে, নিজের প্রাণ না বাঁচিয়েই লোকে পরের উপকার করে। উনি নিজেরটা বাজে খরচ না করে' কেবল পরের প্রাণ বাঁচিয়েই সেই দুরূহ কাজ সমাধা করছেন—ইকনমির দিক দিয়েও এটা কম নয়তো!

হর্ষবর্দ্ধন নিঃশব্দপদসঞ্চারে সন্তর্পণে মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে গিয়ে পৌঁছন।

লোকটি কিন্তু চোখ তুলে তাকায় না। লক্ষ্যই করে না।

হর্ষবর্দ্ধনকে তখন বাক্যব্যয় করতে হয়। কণ্ঠস্বরে যতখানি অশ্রুজল মেশানো সম্ভব, মাধুর্য্যের সঙ্গে কারুণ্যের তদ্দূর মিক্চার করে' ভিজে গলায় হর্ষবর্দ্ধন বলেন ঃ

"ছি, ভাই, ও কাজ কি কর্তে আছে?" বনেদী চালে উনি মাথা চালেন ঃ "উহুঃ, ও কাজ ভালো নয়। একদম্ না।"

মরণাপন্ন লোকটি, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

"ছিঃ! আত্মহত্যা করা খারাপ, ভারী খারাপ! কেন মর্তে যাবে ভাই?—" উপদেশপ্রবণ হর্ষবর্দ্ধন ঃ "মরবার কি তোমার বয়স হয়েছে? তোমারও হয় নি, আমারও না। তিনকাল গেছে তো কি,—এখনো বহুদিন আমরা টিঁকে থাক্‌বো। আল্‌বৎ থাক্‌ব! থাক্‌তেই হবে। ছাখো আকাশ কেমন নীল, মাঠ কেমন সবুজ, কোকিল ড্বাক্‌ছে খাঁচায়, গোরু মাঠে ঘাস চিবুচ্ছে। সামান্য একজন গোরু, সেও মরতে প্রস্তুত নয়, প্রাণত্যাগ কর্‌তে রাজি নয় সেও— তুমি কেন মর্‌বে?"

"যাচ্চলে!—" বুড়ো লোকটি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে

পড়ে : "কে হে বাপু তুমি ? তোমাকে তো আমি চিনি না, ঘুণাক্ষরেও না। এখানে কি মৎলবে ?"

এবং প্রত্যুত্তরের জন্যে অপেক্ষামাত্র না করে' তড়িদ্বেগে উঠে, তৎক্ষণাৎ গাছপালাদের মধ্যে পালিয়ে যান্। সেই মুহূর্ত্তেই, আরেকটি কণ্ঠ, তীক্ষ্ণ, রূঢ় ও কটু, কিঞ্চিৎ দূরত্ব থেকে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হতে থাকে।

"এই! এই ও! হুঁয়া কোন্ হ্যায় ? কৌন্ চোট্টা আদ্‌মি ? খাড়া রহো! ভাগো মৎ! যাতা হ্যায় হাম্—!"

হর্ষবর্দ্ধন খাড়া থাকেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্রই! যেম্‌নি না সেই কটুকণ্ঠ, অদূরবর্ত্তী হয়ে, ইয়া ইয়া পাকালো গোঁফে পরিবর্ত্তিত হয়, তাকানো-মাত্রই চক্ষে পড়ে, অম্‌নি না উনি, বলির পাঁঠার মতো খাঁড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দাঁড়িয়ে থাকা, নিতান্তই বাহুল্য বলে' মনে করেন। সমস্তটাই বিসদৃশ বলে' ওঁর বোধ হয়। চট্‌পট্ পা চালিয়ে, যে পথে এসেছেন সেই পথেই কাঁটা তার্ টপ্‌কে কেটে পড়েন। এবার টপ্‌কাতে গিয়ে তাঁর পিঠ, পেট আর কোমর ছেঁচ্‌ড়ে যায়, তাছাড়া কাছার আধখানা কাঁটা তারে ছিঁড়ে আট্‌কে থাকে। তাঁর কোনো দোষ নেই, ডিঙোবার সময় তার্‌টাই কাছা টেনে ধরে,

'ছি ভাই, ও কাজ কি করতে আছে ?
আত্মহত্যা ভারী খারাপ।'

পূর্ব্বজন্মের শত্রুতাবশেই বোধ হয়। কি কর্‌বেন, যে করেই হোক্, বেড়ার কাছ্‌ছাড়া হবার জন্যে, তাড়াতাড়িতে, কাছা-ছাড়া হয়ে নিজেকে মুক্ত করে' এনেছেন।

মুক্তকচ্ছ হর্ষবর্দ্ধন, ভুক্তাবশিষ্ট কাছাকে, কাছার নাম মাত্রকে, যথাস্থানে বিন্যস্ত করার দুঃসাধ্য প্রয়াসে ব্যাপৃত, বাগানের দারোয়ান্ তাঁর সাম্‌নে আগুয়ান্ হয়ে আসে।

"কেয়া নাম বাৎলাও তো! রহ্‌তেও কিধর্? কৌন্ কাম্ কর্‌তে হো?...চলো ফাঁড়িমে।"

হর্ষবর্দ্ধন সেই সূচ্যগ্র গোঁফের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেই চোখ নামিয়ে নেন্, ঘাড় হেঁট করে' মাটির দিকে তাকিয়েথাকেন।

"রায় বাহাদুরকো কাহে দিক্ কিয়া? কেয়া, কুছ ভিখ্ মাঙ্‌নে আয়াথা?"

হর্ষবর্দ্ধনের তথাপি কোনো কথা নেই। ব্রীড়াবনত চোখে, পায়ের নোখে মাটি চাঁচ্‌ছেন।

"যাও যাও! ভাগ্ যাও! ভাগো হিঁয়াসে—আউর কভি ঘুসো মৎ!" সত্যাগ্রহীর সঙ্গে কথায় না পেরে উঠে পরাস্ত দারোয়ান্ নিজেই স্বস্থানে প্রস্থান করে।

হর্ষবর্দ্ধনের আবার হাঁটা সুরু হয়। তাঁর কাছা পৎ পৎ করে উড়তে থাকে পেছনে। পেছনেই বটে, তবে তাঁর অব্যবহিত পেছনে নয়, দক্ষিণে হাওয়ায় গা ঢেলে দিয়ে, কাঁটা তারে আট্‌কানো তাঁর অধিকাংশ কাছা, জয়পতাকার মতো, হেলে দুলে ওড়ে।

বেড়ার জিম্মায় নিজের লাঙ্গুল জমা রেখে, ছিন্নদেহ ভিন্নকচ্ছ হর্ষবর্দ্ধন, পৌরাণিক শেয়ালের মতো নিজেকে পরাজিত জ্ঞান করেন। পরের ভালো করার দুঃখ কম নয়, লাঞ্ছনাও ঢের, কিন্তু এত সব সয়েও যদি সত্যিই পরের ভালো করা যেতে পারত, তাহলেও তার কিছু সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু পরের ভালো করা যায় কই? পরের ভালো তো হয়ই না, মাঝখান থেকে কেবল নিজের খারাপ হয়ে যায়।

দূর্ দূর্!—হর্ষবর্দ্ধন মনে মনে বলেন আর চলেন। এরকম বিচ্ছিরি পৃথিবী থেকে, প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে দূরীভূত করতে করতে তিনি এগিয়ে চলেন। নাঃ, আর তিনি কারও উপকার করবেন না। কারো না!

"আমাকে একটা পয়সা দেবেন মশাই?"

বিশীর্ণদেহ এক বালক তাঁর সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়: "কদিন থেকে কিছু খেতে পাইনি।"

য়্যা? সে কি? হর্ষবর্দ্ধন আকাশ থেকে পড়েন। এযে একেবারে অপ্রত্যাশিত কাণ্ড! মেঘ না চাইতেই জল! যার জন্যে তিনি হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন, কোথাও সুবিধে করতে পারছেন না, তারই সুযোগ তাঁর একেবারে সাম্‌নে। তিনি ভালো করে' চোখ রগ্‌ড়ে নেন্! সত্যিই

বটে। উপকারপ্রার্থী অযাচিতভাবে উপকর্ত্তার সম্মুখে এসে হাজির, মিথ্যে নয়; এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা কর্‌ছে। মুক্তহস্তেই কর্‌ছে!

হর্ষবর্দ্ধন এক নিশ্বাসে আকাশে উঠে যান্ সটান্।

তারপর আবার তাঁর মাটিতে পা ঠেক্‌লে ভালো করে' তিনি তাকিয়ে দেখেন। হ্যাঁ, উপকার করবার উপযুক্ত পাত্রই বইকি, হুবহু, ঠিক যেমনটি তিনি চাইছিলেন।

"একটা পয়সা! একটা পয়সা নিয়ে তুমি কি করবে? একটা পয়সায় কি হবে? তাতে কি পেট ভর্‌বে তোমার? কদিন ধরে' খাওনি তুমি! আর কী ভয়ঙ্কর রোগাই না হয়ে গেছ—বাবাঃ! এই নাও, চারটে পয়সা নাও। চারটেতেই বা কি হবে? চার আনা নাও তুমি। না—না, চার আনা নয়, এই নাও, চারটে টাকাই তোমায় দিলাম। যাও, পেট ভরে খাও গে।"

চারটে টাকা হাতে পেয়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে থাকে, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়েই, লম্বা লম্বা পা ফেলে চোঁচাঁ এক ছুট্ লাগায়। বিদুরের ক্ষুদের মত বিদুরিত হয়ে সেই ক্ষুদে খোকাটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় যে ছিট্‌কে যায়, দেখাই যায়

'এই নাও, তুমি চারটে টাকা নাও,
পেট ভরে খাও গে।'

না। এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে, হর্ষবর্দ্ধনের মন গভীর হর্ষে ভরে' ওঠে। এতক্ষণের সমস্ত দুঃখ এক নিমেষে কোথায় মিলায়, কোত্থেকে যেন ঢেউএর পর ঢেউ এসে তাঁর গায়ে

লাগে, তিনি উছ্‌লে উঠ্‌তে থাকেন—কিসের অজানা উৎস তাঁর ভেতরে খুলে গেছে—নতুন উৎসব যেন হঠাৎ!

যদিও আনন্দের আতিশয্যে তাঁর অন্তর, সমস্ত অভ্যন্তর তখন ভারাক্রান্ত, তথাপি উড়্‌তে উড়্‌তেই তিনি চলে যান্। ভারী ভারী হাত পা নয়, যেন হাল্‌কা হাল্‌কা পাখা মেলেই তিনি চলেছেন।

তাঁর এই জয়যাত্রার পথে আচম্বিতে ধাক্কা আসে। মোটাসোটা এক আধাবয়সী মেয়ে তাঁকে এসে বাধা ছ্যায়।

"আমার বাছাকে দেখেছ বাছা?" জিগ্যেস্ করে সেই অত্যন্ত মোটা মেয়েটি।

হর্ষবর্দ্ধন থতমত খান্ঃ "কাকে? কাকে দেখ্‌ব?" এতখানি স্থূলতা তিনি জীবনে কখনো ছ্যাখেননি—মেয়েটি শুধু স্থূল নয়,—হুলুস্থুল!

"রোগা একটি ছেলে, খুব রোগা, দেখেছ তাকে? এই সেদিন শক্ত ব্যারাম থেকে উঠেছে, বিছানা ছেড়েছে সাত দিনও হয়নি। তেলেভাজা যা তা খায়, এত বারণ করি কিছুতে মানে না। পয়সা পেয়েছে কি অমনি বেগুনি কিনে খাবে, বেগুনিই হয়েছে ওর কাল। টাইফয়েড্ থেকে যা করে' বাঁচিয়েছি মা কালীই জানেন। ডাক্তার

বলেছে ফের তেলেভাজা খেলে এবার হলে' আর বাঁচানো যাবে না। ঐ একটিই আমার অন্ধের নড়ি।' কিন্তু কত করে' আগ্‌লাব? কদিকেই বা নজর রাখি, কতো দিক্ সাম্‌লাই?"

বক্‌তে বক্‌তে, চলে যায় মেয়েটি। শোন্‌বামাত্র হর্ষবর্দ্ধন নিজেই বেগুনী হয়ে ওঠেন। আকাশ থেকে মাটিতে তাঁর পা পড়ে, ধপ্‌ করে' পড়ে; এবং পড়্‌তে পড়্‌তেই যেন পাঁকের মধ্যে বস্‌তে থাকে।

এতক্ষণ বাদে, যদিবা তিনি কষ্টে-সৃষ্টে একটি মাত্র পরের উপকার কর্‌লেন—সেই পরোপকার যে এতদূর গড়াবে একথা ভাব্‌তেও তাঁর হৃৎকম্প হচ্ছে। পরোপকারে পুণ্য আছে, এবং পুণ্যের ফলে স্বর্গবাস, একেবারে নির্ঘাৎ, একথায় হর্ষবর্দ্ধনের অবিশ্বাস নেই, কোনো দিন ছিলও না। পুণ্য করেছ কি স্বর্গে গেছ, ভালো কাজ কর্‌লে স্বর্গ এড়ানো ভারী শক্ত ব্যাপার—এসব তথ্য তাঁর অজানা নয়। কিন্তু, এক্ষেত্রে তাঁর খট্‌কা বাধ্‌ছে এইখেনে, যে পরোপকার কর্‌লেন তিনি, পুণ্য হোলো তাঁর, অথচ স্বর্গবাস আসন্ন হোলো আরেক বেচারার—এহেন অবিশ্বাস্য কাণ্ড—এক যাত্রায় পৃথক্ ফল এরকম কখনো কেউ দেখেছে?

অবশ্যি, হর্ষবর্দ্ধন নিজে স্বর্গে যাবার জন্যে যে বিশেষ ব্যাকুল, ভয়ানক খুব লালায়িত এমন কিছু নয়, বরং যতদিন পারেন, তাঁর যদ্দূর সাধ্য, স্বর্গের ধাক্কা সাম্‌লে থাক্‌তেই তিনি বদ্ধপরিকর, কিন্তু তবু, নিজের পরোপকার-প্রবৃত্তি-চরিতার্থ করবার লালসায় নিরীহ পরের ছেলেকে স্বর্গে পাঠাবার তাঁর উৎসাহ ছিল না। বেগুণির সাহায্যে তাকে পরলোকে রওনা করে' দিয়ে অবধি, তিনি যেন সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন না। তাঁর মনের মর্ম্মস্থলে—কিম্বা চর্ম্মস্থলই সেটা বোধ হয় (চোখের যদি চামড়া থাকে মনের কেন থাকবে না ?)—কোথায় যেন জুতোর কাঁটা উঠেছিল—চল্‌তে ফির্‌তে বেজায় রকম খচ্ খচ্ করতে লাগল তখন থেকে।

হর্ষবর্দ্ধন মনের মধ্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেন।

পোয়াটেক্ যেতেই,সেই ছেলেটিকে, এক তেলে-ভাজা-দোকানের পাশে বেগুণি-জর্জ্জর অবস্থায় দেখা গেল। প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি বেগুণী নিয়ে মহাসমারোহে সেবন করতে বসে গেছে সে।

হর্ষবর্দ্ধন ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হন্।

যে সব বেগুণ ওর পেটে গেছে, ইতিমধ্যেই চলে গেছে,

তার তো আর চারা নেই, কিন্তু যারা এখনো যেতে পারেনি—এবং, উনি দূর থেকেই তাকিয়ে দেখেন, যায়নি তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, সেই সব বেগুণিকে ওর হাত থেকে বাঁচিয়ে বেগুণির হাত থেকে ওকে বাঁচাবেন—উভয়কে নিজের কবলে এনে, পরস্পরের গুণাগুণ থেকে রক্ষা কর্‌বেন এবম্বিধ তাঁর বাসনা হোলো।

তাক্ করে' তিনি এগোতে থাকেন তাকাতে তাকাতে।

ছেলেটিও তাঁকে দেখ্‌তে পায়, তবু কিন্তু দেখেও দেখেনা, অম্লানবদনে নিজের বেগুনি চালিয়ে যায়। তিনি আরেকটু কাছাকাছি হতেই সে কিন্তু চট্ করে' উঠে পড়ে। কেন বলা যায় না, পুনশ্চ চার টাকা পাবার আশঙ্কা তার মনে জাগে না তেমন, অন্যবিধ সন্দেহটাই বরং জাগরূক হতে থাকে। বেগুনি সঙ্গে নিয়ে, হর্ষবর্দ্ধনকে পিছনে ফেলে, দ্বিগুণ বেগে সেই মুহূর্ত্তেই সে উধাও হয়; বেড়া টপ্‌কে, ঘেরা ডিঙিয়ে, এর-ওর-তার ঘর-বাড়ীর ফাঁক-ফোকর দিয়ে নিজের ডেরায় সোজা লম্বা ছায়। চোখের পলকে চোখের বাইরে চলে যায়।

হর্ষবর্দ্ধন হতাশ হয়ে বসে পড়েন। মাটিতেই বসে পড়েন। বেগুণি এবং বালক এক সঙ্গে তো চম্পট্

দিয়েইছে, তাঁর অন্তরের হিত-সঙ্কল্পেরও প্রায় যায়-যায় অবস্থা।

'পরধর্ম্মো ভয়াবহ' এই ধরণের একটা কথা কবে যেন তাঁর কানে এসেছিল, কে জানে তার মানে কী, কিন্তু কথাটা এখন মনে পড়ে। পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর হতে পারে, কিন্তু পরের অর্থ তো আর তেমন মারাত্মক নয়। পরের ধর্ম্মে কে হাত ছায়—কেই বা হস্তক্ষেপ করতে যায়? নেহাৎ অর্ব্বাচীনেও না। কিন্তু পরের টাকা না মারে কে? পরার্থপরতা মানেই তো তাই? তাই না? কিন্তু এই বেগুণিপ্রিয় পরার্থপর ছেলেটির বেলায় যা ঘটছে সবই বিপরীত। শাস্তর মাস্তর সব কিছুই গুলিয়ে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নইলে ওর অপরাধ কি, পরের অর্থে বেগুণি খেয়ে নিজের ধর্ম্ম বজায় রেখেছে বই তো না—কিন্তু এমনি ওর কপাল, গ্রহবৈগুণ্য আর বেগুণি-গ্রহণ এমন ভাবে ওতপ্রোত হয়ে ওর বেলায় জড়িয়ে গেছে যে পরের অর্থে আর নিজের ধর্ম্মে কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না। কোনটাই সইছে না ওর—ধর্ম্মেও না, কর্ম্মেও না।

হর্ষবর্দ্ধন ভাব্‌তে ভাব্‌তে বসে থাকেন।

ট্যাকের অপব্যয় করে—চার চার টাকা খসিয়ে—বেশ পরের উপকার করেছেন তাহলে! উপকারই বটে! বসে বসে ভাব্‌তে থাকেন হর্ষবর্দ্ধন। বাঃ, খাসা! খরচ তো করেছেন; এখন খরচান্ত কোথায় গিয়ে হয় কে জানে!

নাঃ, সারা পৃথিবী ষড়যন্ত্র করেছে তাঁর বিরুদ্ধে, সমস্ত মানুষ পেছনে লেগেছে তাঁর, কিছুতেই মানুষের উপকার করতে দেবে না। এমন কি, হর্ষবর্দ্ধনের অল্পবিস্তর সন্দেহ হয়, স্বয়ং বিধাতারও হয়তবা এই চক্রান্তে যোগ আছে, তা না হলে এমনটা কি—আর এতটাই কি হতে পারে?

হর্ষবর্দ্ধন বসে বসে, ভেবে ভেবে, মুহ্যমান্ হন্।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকা তাঁর পোষায় না। তাঁকে উঠ্‌তে হয়, তাঁর অন্তর্নিহিত প্রেরণাই কান ধরে' তাঁকে উঠিয়ে ছায়।

তিনি দেখ্‌তে পান্, বসেই দেখতে পান্, একটি চাষার মেয়ে তরকারীর মোট মাথায় বোঝার ভারে কাতর হয়ে কুঁজো হয়ে পথে চলেছে। তক্ষুনি তাঁর পুরণো

সংকল্প ফিরে আসে, পুনশ্চ পেয়ে বসে তাঁকে—তাঁর মধ্যে উড়ে এসে জুড়ে বসে আবার। তাঁর মহৎ ব্রত মনে পড়ে যায়, অপরের উপচিকীর্ষা, পরের গুরুভার বহন করে' হাল্‌কা করে' দেবার বাসনা আবার তাঁর বক্ষে চাগাড় মারে।

হর্ষবর্দ্ধন মেয়েটির কাছে এগিয়ে যান্। স্বাভাবিক হেঁড়ে গলাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে' মিঠে করে' আনেন: "দাও, ওই বোঝা আমায় দাও, আমি তোমার বাড়ীতে বয়ে দিয়ে আস্‌ছি।"

মেয়েটি সন্দিগ্ধনেত্রে ওঁর দিকে তাকায়: "তুমিই বুঝি? তুমিই বুঝি সেই লোক?"

"আমি? আমি কি?" হর্ষবর্দ্ধন ঘাবড়ে যান্: "কী বল্‌চ?"

"পচার মার কাঁখ থেকে গুড়ের নাগরি নিয়ে পগাড় পার দিয়েছিলে তুমিই তো? সাত দিনও হয়নি যেগো! এর মধ্যেই ভুলে গেছ?"

"আমি? আমি কেন পালাব?" হর্ষবর্দ্ধনের ধোঁকা লাগে।

"বাঃ, বাড়ী বয়ে' দিয়ে আস্‌ছি এই বলে'—যেমন

আমার গায়ে পড়ে এসেছ গো! পচার মার কান্নায় সাত রাত্তির পাড়ার কারু ঘুম হয়নি আমাদের, আর বলা হচ্ছে আমি কেন পালাব! মরে যাই আর কি?”

“আমি নই! আমার মতো অন্য কেউ হতে পারে।” হর্ষবর্দ্ধন আম্‌তা আম্‌তা করেন: “গুড়ের নাগ্‌রি আমি কখনো চোখেও দেখিনি।”

“আবার সাফাই গাওয়া হচ্ছে? ড্যাক্‌রা কোথাকার! ডাক্‌ব নাকি সবাইকে, ডেকে জড়ো করব লোক? পচার মা বল্‌ছিল মানুষটার গোঁফ ছিল না, এখন দেখ্‌ছি দিব্যি গোঁফ! সখ করে রাতারাতি গোঁফ লাগানো হয়েছে। পরকে ঠকাবার ফন্দী! ঠক্ কোথাকার! দেখি তো গোঁফ্‌টা ঝুটো কি আসল—টেনে ছিঁড়ে নিয়ে দিইগে পচার মাকে!”

এই বলে সেই চাষার মেয়ে মাথার মোট অবলীলায় মাটিতে নামিয়ে রেখে, তার চেয়েও আরো বেশি অবলীলা-ক্রমে, স্বহস্তে হর্ষবর্দ্ধনের গোঁফের দিকে অগ্রসর হয়।

হর্ষবর্দ্ধন আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়ান্ না। কোথায় পরের গুরুভার বহন কর্‌বেন, না, কোথায় নিজেরই গুম্ফভার লাঘব হবার জোগাড়! উল্‌টো উৎপত্তি আর বলে কাকে!

সর্ব্বনাশ আসন্ন হলে পণ্ডিতেরা যেমন সম্পত্তির অর্দ্ধেক ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন না—হর্ষবর্দ্ধনও তেমনি এহেন গোলোযোগে কর্ত্তব্যের গুরুভার পরিত্যাগ করে' কেবলমাত্র নিজের গুম্ফভার বহন করেই সরে' পড়েন।

নাঃ, আর পরোপকার না। পরোপকারের আশা দুরাশা মাত্র! সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে হোলো! মনে মনে এই সব পর্য্যালোচনা কর্‌তে কর্‌তে, উর্দ্ধশ্বাস হর্ষবর্দ্ধন, একেবারে আধ মাইল্ দূরে গিয়ে তবে হাঁক্ ছাড়েন।

পিছু পিছু সেই মেয়েটি তাড়া করে' আস্‌ছে কিনা, ভালো করে' দেখে নিয়ে, পেছনের আধমাইলের মধ্যে ভয়াবহ সেই উদ্যত হস্তের চিহ্নমাত্র না দেখে, তবেই তিনি আরামের হাঁস্ ফাঁস্ ছাড়্‌তে পারেন।

নাঃ, প্রাণান্ত কর্‌লেন, নানাভাবেই চেষ্টা করে' দেখ্‌লেন, আর কী করবেন? আর কী ভাবে পরের উপকার তিনি করতে পারেন? অবশ্যি ডুবন্ত লোককে সলিলসমাধি থেকে বাঁচানো যায়, যায় না যে তা নয়, সেটাও একটা ভয়ানক পরোপকার, সেরকম একজনকে বাঁচাতে যে তিনি গর্‌রাজি তাও না, তবে কিনা, এখন হাতের কাছে তেমন ডুবু ডুবু লোক কই, পাচ্ছেনই বা কোথায়, আর যদিই পান্—হাতধরা

মেয়েটি স্বহস্তে হর্ষবর্দ্ধনের গোঁফের দিকে অগ্রসর হয়

কাউকে পেয়েই যান্—তাহলেই বা কী। তা পেলেই বা কি লাভ—সাঁতারের স-ও তো তাঁর জানা নেই! উঁচু মই

বেয়ে উঠে প্রজ্জ্বলন্ত পাঁচতলা বাড়ীর ধূমায়মান কুঠ্রির ভেতর সেঁধিয়ে—লেলিহান্ অগ্নিশিখাদের ভেদ করে' ছোট্ট একটা কচি মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা. পরোপকার হিসেবে তাই বা কি এমন মন্দ ? পরোপকারের বাড়াবাড়িই বলা যায় বরং ! মইটই পায়ের কাছে রেখে, আড়াল আব্ডাল থেকে সুবিধেমত একটা বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে, পরোপকার করবার সুবর্ণসুযোগ একটা সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে যে খুব কঠিন তা নয়, কিন্তু তেমন সুবিধা এলেও, হাতের লক্ষ্মী পায়েই তাঁকে ঠেল্তে হবে। পায়ের মইয়ে হাত দিতেও পারবেন না। বাধ্য হয়ে নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই ঐ পরোপকারে তাঁকে বঞ্চিত থাক্তে হবে—কেবল বঞ্চিতই না, প্রবঞ্চিতও বলা উচিত। এই দেহ নিয়ে মই বেয়ে ওঠা কি তাঁর সাধ্য ? না—তাঁর ঐ বপুকে ঠেলে তোলা কোনো পার্থিব মইয়ের খ্যামতা ? নাঃ, এ জাতীয় পরোপকার-স্পৃহা তাঁর সম্বরণ করাই সমীচীন···এসব তাঁর নাগালের বাইরে।

নাঃ, আর পরোপকার নয়। কাল থেকে ফের তিনি মাছের ঝোল ভাতে ফিরে যাবেন—চির পুরাতন সেই সাবেক জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন কর্বেন। পৃথিবী পড়ে' পড়ে'

পচুক্, মানুষরা সব গোল্লায় যাক্—তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই—ফিরেও তাকাবেন না তিনি। পরোপকারের জন্যে প্রাণ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, ছিলেনই তো এতক্ষণ। প্রাণ দেওয়া তো তুচ্ছ, এমন আর কি তেমন, কিন্তু পরহিতে প্রাণদান পর্য্যন্তই তাঁর দৌড় ছিল—শেষ সীমান্ত ওইখানেই। প্রাণান্ত করা অবধি তাঁর তালিকায় ছিল, কিন্তু তার বেশী, প্রাণদানেরও বেশী, এগুতে তিনি অপারগ। কিছুতেই তিনি গোঁফ বিসর্জ্জন দিতে পারবেন না। না, গোঁফান্ত হতে তিনি অক্ষম, তাতে কারো পরোপকার হোলো চাই নাই হোলো!

গোঁ গোঁ শব্দে এগিয়ে চলেছেন হর্ষবর্দ্ধন। কলকাতার দিকে, তাঁর গৃহের দিকেই ফিরে চলেছেন। কোনো দিকে দৃক্‌পাৎ না করেই চলেছেন। কিন্তু তার ভেতরেই দু একটা দুর্ঘটনা যে না ঘটেছে তা নয়। একটি স্কুলগামী মেয়েকে বাসে তুলে দিতে গিয়ে গালে চপেটাঘাত খেয়েছেন। ঠিক পরোপকারমানসে নয়, ভুলক্রমেই তুলে দিতে গিয়েছিলেন। এক হাতে বই খাতা, আরেক হাতে শাড়ীর আঁচল, কোন্‌টা সাম্‌লাবে, বাসে উঠ্‌তে গিয়ে মেয়েটা ঠিক ঠাওর পাচ্ছিল না। এই দুই দিক্ বজায় রেখে—তার ওপরে, বোঝার ওপর শাকের আঁটি, নিজেকে সাম্‌লে—বাসে ওঠা দুরূহ। একটি ছোট্ট মেয়েকে লোকে যে ভাবে তুলে দেয়, নেহাৎ শিশুতুল্য মেয়েকে, সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই ভাবে মেয়েটিকে বাসে তুলে দিতে চেয়েছিলেন হর্ষবর্দ্ধন—তেম্‌নি করে' বইখাতা শাড়ি সর্ব্বসমেত তুলে ধরে' বাসের মধ্যে স্থাপিত করবেন কি না জান্‌তে গিয়েছিলেন, তার জবাবে মেয়েটি সটান্ এক চড় সাঁটিয়ে, তিড়িং করে' এক লাফে বাসের ওপর গিয়ে উঠে পড়েছে।

হর্ষবর্দ্ধন অবাক্ হয়ে গেছেন, চড় খেয়ে ততটা নয়, মেয়েটা কোন্ হাতে তাঁকে চড়াল, তাই ভেবে! মেয়েটির দুটো হাত তো ব্যাপৃত ছিল, শাড়ী আর বই সাম্‌লাতেই ব্যস্ত ছিল দুই হাত, এবং তৃতীয় আরেক হাতের অভাবেই বাসের হাতল্ ধর্‌তে পার্‌ছিল না সে, নিজের চোখেই তো উনি দেখেছেন। এর মধ্যে, মুহূর্ত্তের মধ্যেই, তৃতীয় এক হাত বার করে' হর্ষবর্দ্ধনকে চর্চ্চড়িত করে' এবং সেইখানেই না থেমে চতুর্থ আরেক হাত বাড়িয়ে হাতল্ আঁক্‌ড়ে বাস্ পাক্‌ড়ানো—সমস্তটা ম্যাজিকের মতন বলেই মনে হয়! একি সম্ভব, এও কি সম্ভব?

বাস্তবিক্, অদ্ভুতকর্ম্মা এই মেয়েরা! সবই এরা পারে, তবু কেন যে শুধু ছলনা করে! হ্যাঁ, সব পারে, মোটা হওয়া থেকে, মোট বওয়া থেকে, এক চড়ে মনের মধ্যে গুমোট্ সৃষ্টি করা অবধি—কিছুই এদের অসাধ্য নেই। গালে হাত বুলোতে বুলোতে হর্ষবর্দ্ধন যতই ভাবেন ততই আরও ভাবিত হন্। চড়জর্জ্জর হর্ষবর্দ্ধন!

চড়গ্রস্ত হবার পর থেকে, হর্ষবর্দ্ধনের মুখভাব বদ্‌লে গেছে। যে মুখ নিয়ে, আজ সকালে তিনি বাড়ীর বার

হয়েছিলেন, সে মুখ তাঁর নেই আর! যে মুখে বিশ্বপ্রেমের ছাপ্ ছিল, ইতর ভদ্র সবার সঙ্গে ভাব করবার ব্যাকুলতা ছাপানো ছিল যে মুখে,—সবার প্রয়োজনে লাগ্‌বার, এবং প্রিয়জন হবার আকাঙ্ক্ষা ছাপিয়ে উঠেছিল যেখানে, এখন সেখানে সে-সব কিছুই নেই—সে সব উপাদেয় ভাবের, সদ্ভাবের, নিতান্তই অভাব এখন সেখানে। তাঁর মধ্যে যা কিছু ভালো যা কিছু সারালো ছিল সে সবের ধ্বংস হয়ে গেছে, মুখখানা কেমন এক রকম বিজাতীয় গোছের করে' ধ্বংসাবশিষ্ট হর্ষবর্দ্ধন এখন পথ হাঁট্‌ছেন। 'কদাচ কাহারও উপকার করিবা না—করা বাহুল্য মাত্র!' —পৃথিবীর চক্ষের সাম্‌নে এই জাতীয় একটা বিজ্ঞাপন নিজের মুখপত্রে জাহির করেই তিনি চলেছেন যেন।

নাঃ, পরোপকার করাটা কিছু না! মারা গেলেও তিনি আর কারু উপকার করছেন না—ও পথই মাড়াবেন্ না আর। পরোপকার করাটা বিলাসিতা মাত্র—মারাত্মক বিলাসিতাই বল্‌তে গেলে—মার ধোর খেয়ে পরোপকার-বিলাসী হতে তিনি নারাজ। কেবল নারাজ নন্, অসমর্থও বটে! নাঃ, পরের ভালো করে আর কোন্ গাধা? পৃথিবীতে টিঁকে থাক্‌তে হলে, হর্ষবর্দ্ধন হাড়ে হাড়েই

বুঝেচেন এবার, পরের অপকার করে' যাওয়াই হচ্ছে প্রশস্ত পন্থা—আনন্দ-উপার্জ্জনের অনিন্দ্যনীয় উপায়; একান্ত না পেরে উঠ্লে,—হর্ষবর্দ্ধন ভেবে দ্যাখেন্, পরের অপকার করাটাও কম কঠিন কাজ নয়, কেন না, কি করে' কোন্ কৌশলে যে পরের সর্ব্বনাশ সাধন করা যাবে, তার সঠিক ধারণা কর্তে পারাও শক্ত; পরের ক্ষতি কর্বারও প্রতিভা থাকা দরকার, সবাই তা পারে না, হর্ষবর্দ্ধন মনে মনে ঘাড় নাড়েন;—তাই একান্তই পরাপকার কর্তে না পার্লে, কিছুতেই না পেরে উঠ্লে,—উপকারও না অপকারও না—পরের অনুপকারী হতে তৎপর থাকাই শ্রেয়ঃ।

অনেকখানি হাঁট্বার পর হর্ষবর্দ্ধনের গতি মন্দীভূত হয়, মনটাও নরম হয়ে আসে। তাঁর মুখের দৃশ্যও বদ্লায়—যেখানে এতক্ষণ ক্যাফিয়াস্পিরিনের সচিত্র বিজ্ঞাপন সাঁটা ছিল—বিশ্বের মাথাব্যথা মুখ খিঁচিয়ে উঁকি দিচ্ছিল যেখানে—এখন সেখানে হাসিখুসির প্রথম পাতা বিরাজ কর্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্মুখের দৃশ্যও বদ্লেছে। পৃথিবীও আবার হাসি হাসি হয়ে উঠেছে। চল্তে ফিরতে উনি চল্কে উঠ্তে থাকেন ফের।

এই রকম চল্‌কানির মুখে, রাস্তার পাশে, বাড়ীর দোর-গোড়ায় ফুলের মতো ফুট্‌ফুটে ছোট্ট একটা খুকিকে পেয়ে, তার মাথায় তিনি হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। পিঠেও হাত বুলিয়েছেন হয়তো। অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে এম্‌নিই একটু আদর করে' দিয়েছেন। অযাচিত ভাবেই করেছেন।

অম্‌নি বাড়ীর অন্দর থেকে ঝাঁঝালো একটা গলা বেরিয়ে আসে ; মেয়ের মা সদর চৌকাঠে এসে দাঁড়ান্ ঃ

"এই লুনা! কী হচ্ছে ওখানে ? ভেতরে আয়!"

ভীত হয়ে হর্ষবর্দ্ধন হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। নিজেকেও হটিয়ে নিয়েছেন তৎক্ষণাৎ! ভারী ভড়্‌কে গেছেন তিনি। ভয়ানক। য়্যাঁ? এ কি? তিনি তো কিছু করেন নি—উপকার টুপকারের চেষ্টা মাত্রও না—কেবল একটু হাত বুলিয়েছেন মাত্র। কারও মাথায় হাত বুলোনো কি তার কোনো উপকার করা? কে জানে! প্রত্যেক পরমুহূর্ত্তেই পরিচিত পৃথিবী যেন আরো বেশী জটিল হয়ে পড়্‌ছে তাঁর কাছে।

নাঃ, পৃথিবীর গতিক্ ভালো নয়, জাহান্নমের পথেই এর গতি, হর্ষবর্দ্ধন দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পান্। ছেলে বুড়ো, গোরু ভেঁড়া ছাগল, সমস্ত নিয়ে, এই বসুন্ধরা সোজা

ঝাঁঝালো এক গলা সদর দরজা দিয়ে গলে আসে

গোল্লায় যেতে বসেছে। ঠিক রসগোল্লায় গেলেও ক্ষতি ছিল না, কেন না 'রসো বৈ স' বলে' একটা কথাই তো ছিল!

কথাটা কোথায় যে ছিল হর্ষবর্দ্ধনের আন্দাজ নেই কিন্তু কথাটা উত্তম, ঐ রসালো কথাটা হর্ষবর্দ্ধনের ভারী ভালো লেগেছে; খুব লাগ্‌সই কথাটা; খবর কাগজে না কিসে, পড়্‌বার পর থেকেই কথাটা তাঁর মনের খাতায় গাঁথা হয়ে গেছে। কথাটা উপাদেয়, রসগোল্লার মতই উপাদেয়। এবং রসগোল্লার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যেহেতু রসগোল্লার মতো সর্ব্বদা রসের মধ্যে কে আর বসে' থাকে! রসগোল্লাই তো সেই বস্তু যা সব সময়েই রসে রয়েছে—রসিক হয়ে আছে। কিন্তু না, আজকের পৃথিবীর রস কষ কিচ্ছু নেই—একেবারে নিকষ কৌলীন্য! কিম্বা রস-বস্তু যা ছিল সব উবে গিয়ে, তলায়মান্ কষই পড়ে আছে কেবল! হায়, রসাতলযাত্রী ধরিত্রী! হর্ষবর্দ্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে যায়। ধরাধামের দুর্দ্দশা ভেবে ওঁর কান্না আসে। রস নেই, এক ফোঁটাও না, কেবল কষ! চোখমুখ পাকিয়ে, দাঁত কিড়মিড় করে', নিজেকে সবলে চেপে—শুধু কেবল উত্তরে দক্ষিণেই নয়, চারিধারেই চাপা দিয়ে নিজেকে জব্দ করে'—রীতিমত কষে' রয়েছে এই পৃথিবী!

আজকের পৃথিবী কোনো কথার উত্তরও দেবে না, কারু কাছ থেকে কিছু দক্ষিণাও নেবে না।

পার্থিবতার প্রতি তিক্ত বিরক্ত হয়ে, ভগ্নহৃদয় হর্ষবর্দ্ধন, হন্ হন্ করে' চলে যান্—কিন্তু যাবেন কোথায়? পৃথিবী তো সারা পৃথিবীময়ই ছড়ানো—গরু ভেড়া ছেলে বুড়োয় বিজড়িত হয়ে—জর্জ্জড়িত হয়ে—সব দিকেই সুবিস্তৃত! যেতে যেতে হঠাৎ তাঁকে থম্‌কে দাঁড়াতে হয়। পথের ধারে, গাছের ছায়ায়, একটা ঠেলা গাড়ীতে ছোট্ট একটা শিশু! একেবারে দুগ্ধপোষ্য! হাত তুলে তাঁকেই যেন ডাক্‌ছিল! তাঁকেই, কিম্বা, একটা ষাঁড়কে, তা বলা শক্ত। কেননা, সেই যৎসামান্য মানুষটির কাছাকাছিই একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে ছিল—যৎপরোনাস্তি একটা ষাঁড়!

ষাঁড়টাও শিং বাগিয়ে শিশুটিকে লক্ষ্য কর্‌ছিল, লক্ষ্য ভেদ কর্‌বে কিনা, আঁচছিল কি মনেমনে? ছেলেটা গুঁতোনীয় কিনা, ঠেলাগাড়ী সত্ত্বেও যুৎমতো গুঁতোনো যাবে কিনা, তারই প্ল্যান্ আঁট্‌ছিল হয়তো।

হর্ষবর্দ্ধন থম্‌কে দাঁড়ান্। ছেলেটির আশে পাশে, ত্রিসীমায়, তিনি আর ঐ ষাঁড় ছাড়া, তৃতীয় ব্যক্তি কেউ

নেই। ঠেলাগাড়ী যে ঠেল্‌ছিল সেই বা গেল কোথায়? ষাঁড়টাই তাকে সাবাড় করেছে—কিম্বা তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সুদূরে কোথাও সরিয়ে রেখে এসেছে—হয়তো! কিন্তু সে যাই হোক্‌, ষাঁড়ের কবল থেকে, শিশুটিকে বাঁচানো কি প্রয়োজন? নাবালকের উপকারটা করবেন কিনা, হর্ষবর্দ্ধন ইতস্ততঃ করেন।

ছেলেটির হাতছানিতে ঠেলাগাড়ীর কাছে তিনি এগিয়ে যান্‌। ছেলেটি কিন্তু তাঁকে ছাখেনি, তার ডাগর দৃষ্টি ষাঁড়ের দিকে। এক মুহূর্ত্তে হর্ষবর্দ্ধনের আপাদ মস্তক জ্বলে ওঠে, তিনি নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করেন। ষাঁড়টাই ওর কাছে বড়ো হোলো, ষাঁড়েই ওর বেশী আকর্ষণ—উপকার-প্রবণ, জীবন রক্ষায় অগ্রসর, হর্ষবর্দ্ধনকে দেখেও দেখা হচ্ছে না! এইটুকু ছেলের মধ্যেও কী অমানুষিক পার্থিবতা —কী অপার্থিব মনুষ্যত্ব! তবে তোর ষাঁড় নিয়েই তুই থাক্‌, এই বলে', বেওয়ারিশ্‌ শিশুকে ষাঁড়ের হাতে সমর্পণ করে' সবেগে তিনি এগিয়ে পড়েন। ফিরেও তাকান্‌ না।

কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আবার তাঁকে ফিরতে হয়। ছেলেটি, মনুষ্যজাতিরই ভগ্নাংশ তাতে ভুল নেই, মানুষের যাবতীয় দোষই ওর মধ্যে পুরো দস্তুর রয়েছে সে-কথাও
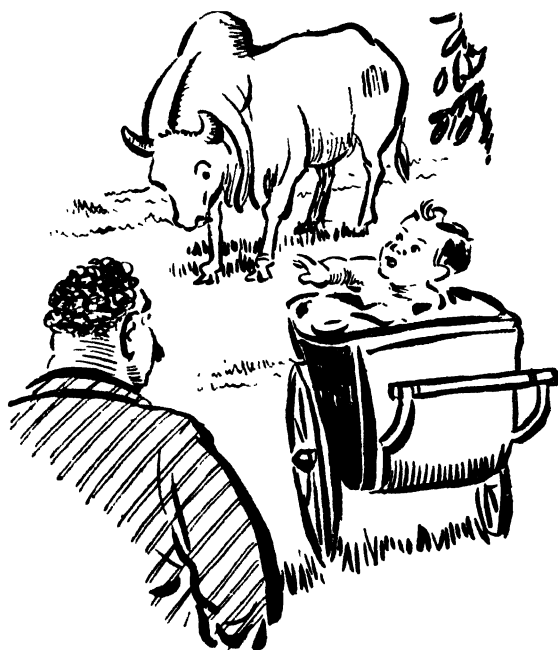
ষাঁড়টা শিং বাগিয়ে লক্ষ্য করছিল

সত্যি, কিন্তু তবু, অসহায় অবোধ গোঁয়ারকে, গুঁতোর কাছে গচ্ছিত রেখে আসা কি ঠিক হোলো? না, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, এর উপকারটা উনি করবেন—এই তাঁর জীবনের শেষ উপকার—চরম এবং চূড়ান্ত পরোপকার!

এর পর থেকে আর না। আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেরই তিনি ভালো কর্‌তে চেয়েছিলেন, যথাসাধ্য প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু কারো সঙ্গেই তাঁর বনে নি,—না বনুক্‌, এই শিশুকে তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই ধর্‌বেন না। এর সঙ্গে আবার বনিবনা কি—এর কি আবার সম্মতির অপেক্ষা আছে? উপকার করে' দিলেও এ কোনো আপত্তি করবে না, কর্‌তে পারবে না, কথাই বল্‌তে শেখেনি এখনো। অপকার করলেও এর কোনো প্রতিবাদ নেই। ভালোমন্দের একদম্‌ অতীত এ বেচারা! এরকম ক্ষেত্রে, লাভ-ক্ষতি না খতিয়ে, এহেন অর্ব্বাচীনের একটু উপকার করে' একে বাঁচিয়ে দেয়া —হয়তো তেমন দোষাবহ হবে না।

হর্ষবর্দ্ধন ফিরে আসেন। তখনো ছেলেটা ষাঁড়ের দিকে তাকিয়ে; তখনো হর্ষবর্দ্ধনের দিকে দৃক্‌পাৎ নেই। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন, সুখ দুঃখের বহির্গত হর্ষবর্দ্ধন, কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে' ষাঁড়টাকে অবহেলা করে' ঠেলাগাড়ী সমেৎ ছেলেটিকে ঠেলে নিয়ে চলেন। ষাঁড়কে তাড়ানো, এমন কি তার সঙ্গে কোনো উচ্চবাচ্য করা তাঁর কাছে সঙ্গত ঠ্যাকে না, বরং ছেলেটাকেই ওর খর্পর থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া সমীচীন বলে' ওঁর মনে হয়।

জনৈক পথিকের কাছ থেকে থানার ফাঁড়িটা কোন্ দিকে জেনে নিয়ে, সেই পথেই তিনি ঠেলাগাড়ী চালনা করেন। পুলিসের জিম্মায় ওকে জমা রেখে যাবেন এখন, যার ছেলে খরচ হয়েছে, সে নিজেই খুঁজে পেতে, থানা থেকে বুঝে পড়ে নেবে। সেই ভালো।

গাড়ীটা চৌমাথা পর্য্যন্ত ঠেলে আন্‌তেই তাঁর হাত ব্যথা হয়ে যায়। পাশেই একটা বাঁধানো ইঁদারা, তার রোয়াকে বসে' তিনি একটু জিরিয়ে নেন্। এমন সময়ে একটা হৈ হৈ শব্দ, চার ধার থেকেই, তাঁর কানে আস্‌তে থাকে। আওয়াজটা ক্রমশঃ কাছিয়ে আসে—কর্ণগোচরের সঙ্গেই প্রায় চক্ষুগোচর হয়—চোখ এবং কান উভয়ের কাছেই ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একদল লোক মার্ মার্ কর্‌তে কর্‌তে চার ধার থেকে ছুটে আস্‌ছে। চৌমাথার দিকেই আস্‌ছে। লাঠি সোঁটা, কাস্তে কুড়োল, কঞ্চি বাখারি, যে যা পেয়েছে তাই হাতে নিয়ে সোরগোল করতে করতে তেড়ে আস্‌ছে। গ্রাম্য কলহ, পাড়াগাঁর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কাণ্ড, ভাত হজমের উপায় ছাড়া কিছু না, হর্ষবর্দ্ধন আন্দাজ পান।

"যাক্ গে, আমার তাতে কি! আমি তো এদের

কোনো দলেই নেই, কাউকে চিনি না পর্য্যন্ত!" হর্ষবর্দ্ধন আপন মনে বলেন: "আমার মাথা না ফাটালেই হোলো!"

এই বলে' পুনশ্চ তাঁর অনুযোগ হয়:

"আমার ভয় কি? আমি তো এদের উপকার করিনি! কারুর না, কক্ষনো না!"

"ঐ যে ঐ! ঐ সেই লোকটা!"

দলের মধ্যে সবচেয়ে যে আগুয়ান্, ভয়ঙ্কর চেহারার সেই লোকটি, হর্ষবর্দ্ধনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।

হর্ষবর্দ্ধনের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটে।

হর্ষবর্দ্ধনকে ওরা ঘিরে ফ্যালে। ভয়ঙ্করচেহারার লোকটা, এগিয়ে এসে ওঁর হাত পাক্ড়ায় এবং বদখৎ চেহারার আরেক জনকে হুকুম্ করে: "ছাখ্‌তো ভূতো, তল্লাস করে' ছাখ্‌তো, ব্যাটার কোমরে টোমরে ছোরা টোরা লুকানো আছে কিনা!"

ভূতো এসে পেছন থেকে ওঁকে জাপ্‌টে ধরে: "তুমি ছাখো দাদা!"

দাদা তখন ঘাড় ছেড়ে দিয়ে, হর্ষবর্দ্ধনের কটিতট অনুসন্ধানে লাগেন। ঘাড়ে কয়েক ঘা লাগিয়ে তার পর।

"ছেলে নিয়ে পালাচ্ছিলে কেন?" ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটি হর্ষবর্দ্ধনকে তলব করে।

"পালাই নিতো! ফাঁড়িতে জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিলাম!" বলেন হর্ষবর্দ্ধন।

"ফাঁড়িতে জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিলে? মাইরি আর কি!" ভয়ঙ্করচেহারা ঠাস্ করে' হর্ষবর্দ্ধনের গালে এক চড় সাঁটিয়ে গ্যায়। "ছেলেধরা বদ্‌মাইস্!"

"ফাঁড়ি দেখেছ! ফাঁড়া গ্যাখো নি তো!" জাপ্‌টে-ধরা লোকটিও কসুর করে না, পেছন থেকে সাপ্‌টে ধরে হর্ষবর্দ্ধনকে হাঁটুর গুঁতো লাগায়।

জনতার মধ্যেও ভয়ানক উত্তেজনা পড়ে যায়। যে পারে, সেই কাছিয়ে এসে, খুসি মতো, ওঁকে কিল চড় ঘুসি লাগিয়ে যায়। ছোট খাটো ছেলেরা, যাদের ছেলে-ধরায় ভারী ভয়, তারা আগাতে সাহস পায় না, দূর থেকেই ঢিল্ পাট্‌কেল লাগায়। আরো যারা ছোটো, তারা আরো দূরে দাঁড়িয়ে, ভেংচি কাটে।

ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটি, বসন্তলাঞ্ছিত আরেক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করেঃ "ঘোঁতনা, দেতো তোর কাস্তেটা! দিই ব্যাটার এক ধারের গোঁফ্ ছেঁটে!"

ঘোঁতন কাস্তে আগিয়ে দিতে এসে বলেঃ "শিকারী বেড়ালের গোঁফ্ দেখ্‌লেই চেনা যায়। বুঝেচ দাদা?"

ভয়ঙ্করচেহারা এবার কাস্তেটা বাগিয়ে ধরেঃ "দিচ্ছি ব্যাটার শিকারের ব্যায়রাম সারিয়ে।"

ভূতো ওঁকে পেছন থেকে জড়ীভূত করে

কাস্তেটা গোঁফের কাছাকাছি আন্‌তেই হর্ষবর্দ্ধন আর্ত্তনাদ করে' ওঠেন : "তোমাদের পায়ে পড়ি! আমাকে তোমরা প্রাণে মারো, কিন্তু গোঁফে মের না। আমি

প্রাণ দেব, কিন্তু গোঁফ দিতে পারব না। দোহাই তোমাদের !".

ভূতোর মনে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি জাগে : "থাকগে দাদা, গোঁফ্ ছেঁটে ওর কাজ নেই! ছেড়ে দাও বরং! বল্‌চে যখন অত করে'। তার চেয়ে ওকে হাত পা বেঁধে ওই কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া যাক্।"

পাশের ইঁদারার দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি প্রকাশ করে। উন্মত্ত জনতা তখন দারুণ দুর্জ্জনতার আকার ধারণ করেছে।

হর্ষবর্দ্ধনকে, হর্ষবর্দ্ধনেরই স্ববস্ত্রে—মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো— ভালো করে' বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে, এমন সময়ে আরেকটা হট্টগোল ওঠে :

"পালাও! পালাও! ষাঁড় ক্ষেপেছে! পাগ্‌লা ষাঁড়!"

অম্‌নি, ঝড়ের মুখে ছাতা যেমন উড়ে যায়, ঝরা পাতারা ওড়ে যেমন, সমস্ত লোক চক্ষের পলকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। হর্ষবর্দ্ধন একলা পড়ে থাকেন, একাকী বন্দী অবস্থায়। বদ্‌খৎ লোকটা যাবার আগে বলে' যায় : "থাক ব্যাটা বাঁধা পড়ে' এখানে। ইঁদারার হাত থেকে বেঁচে গেলি বটে, কিন্তু ষাঁড়েই তোকে সারবে—"

'যদি আমায় গুঁতোতে চাও তো গুঁতিয়ে নাও, কি করব ?'

আগতপ্রায় ষাঁড়ের দিকে সন্ত্রস্ত নেত্রে তাকিয়ে তিনি স্বগতোক্তি করেন : "বুঝেচি কেন তুমি তেড়ে আস্‌ছ !

সবারই আমি উপকার কর্‌তে চেয়েছিলাম, তার ফলে আমার এই দশা। কিন্তু অপকার যদি কারো করে' থাকি সে কেবল তোমার। ছেলেটাকে তোমায় গুঁতোতে দিই নি, সেজন্যে আমি অনুতপ্ত। কিন্তু তোমাকে অনুরোধ করা বৃথা, হাত পা আমার বাঁধা, উত্থানশক্তিরহিত আমি, পালাবার আমার খ্যামতা নেই। আমি কুপোকাৎ হয়ে আছি। ছ্যাখো, এই তোমার সুযোগ! যদি আমায় গুঁতোতে চাও তো গুঁতিয়ে নাও!"

ষাঁড়টা কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, যেমন ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসে, তেমনি ছুট্‌তে ছুট্‌তে চলে যায়। সেই দুর্জ্জনতার পেছনে পেছনে দৌড় মারে।

ষাঁড়টা চলে গেলে, হর্ষবর্দ্ধন, সামান্য চেষ্টাতেই নিজেকে বিমুক্ত করতে পারেন। উঠে, গায়ের ধূলো না ঝেড়েই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি রওনা হন্‌—সোজা বাড়ীর দিকে পাড়ি দ্যান্‌। চোখ কান্‌ বুজে এবার।

খুব পরোপকারের ধাক্কাটাই গেছে আজ সারাদিন—বিছানায় গিয়ে গড়াতে পারলে বালিশ নিতে পার্‌লেই বাঁচেন এখন। সাতদিন শুয়ে থাক্‌লে যদি গায়ের ব্যথা মরে। এই ধকল যায় যদি!

লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত, বিপর্য্যস্ত হর্ষবর্দ্ধন, আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলেছেন।—সূর্য্যও ঢলে পড়েছে অস্তাচলে।—

বাড়ীর কাছাকাছি আস্‌তেই, পতিতুণ্ডিদের মুরগিখানা চোখে পড়ে আবার। তাঁর মনে প্রবল বাসনা জাগে, নাঃ, পতিতুণ্ডির সর্ব্বনাশ না কর্‌লেই নয়। যে করেই হোক্‌, ওর একটা ভয়ানক অপকার-সাধন কর্‌তেই হবে ওঁকে। জিঘাংসা ওঁকে' তাড়না করে—আজই—এই দণ্ডে—এক্ষুনিই। এমন কিছু কর্‌তে হবে যা ভালো নয়, ভালোর ঠিক উল্‌টো; খুব খারাপ, খারাপেরও চরম; এমন কিছু যা পতিতুণ্ডিদের অতীব ক্ষতিকর। তাহলেই তাঁর আজ সমস্ত দিনের দেনা পাওনা মিটে গিয়ে জমা খরচের খাতার ডাইনে-বাঁয়ে সমান হতে পারে। তাহলেই তাঁর সমস্ত ক্ষতি পুষিয়ে যায়—তাঁর দুঃখের অনেকখানি বিচ্যুতি হয়।

বেশ একটু রাতই হয়েছে, পতিতুণ্ডিরা শুয়ে পড়েছে সব্বাই—তাঁদের পাড়ায় একটু সকাল সকালই নিশুতি হয়। হর্ষবর্দ্ধন, বেড়া টপ্‌কে, মুর্গিখানার মধ্যে লাফিয়ে পড়েছেন।

মুর্গিদের আট্‌চালাটার আগল খুলে, ভেতরে গিয়ে সেঁধিয়েছেন তিনি।

ঢুকেই, মুর্‌গিদের খুপ্‌রিগুলো খুলে দিতেই তারা সব হুড়্‌মুড়্‌ করে' বেরিয়ে পড়েছে। আধঘুম থেকে অকস্মাৎ অসময়ে জেগে হক্‌চকিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে। তাদের জেলখানা থেকে বেরিয়েছে।

কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন সেখানেই ক্ষান্ত নন্। তিনি এক একটা মুর্গিকে ধর্‌ছেন, আর ফুট্‌বলের মতো শূট্‌ করে ছুঁড়ে ঘরের বার করে' দিচ্ছেন। এলোপাথারি লাথিয়ে চলেছেন তাদের। তাঁর মনে মায়া নেই মার্জ্জনা নেই। সমস্ত রাগের ঝাল তিনি আজ মেটাবেন—এখনই, এখানেই মিটিয়ে, তবেই তিনি নিজের বাড়ীতে পা দেবেন। মুর্গিদের পিটিয়েই নিজের গায়ের ব্যথা মারবেন আজকের। গোষ্ঠপালের মত গোষ্ঠলীলা করে ছাড়বেন।

এইভাবে বাইশ জোড়া মুর্গিকে, খুপ্‌রির বার করে',

হর্ষবর্দ্ধনের মুর্গি-শূট

গভীর অন্ধকারে, বাগানের মধ্যে বার করে' দিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে, পরিতৃপ্ত হর্ষবর্দ্ধন বাড়ী ফিরলেন।

হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা অপকারের মত অপকার করা হোলো বটে! পতিতুণ্ডির এবং মুর্গিদেরও। যা তিনি কর্‌তে পারবেন, করে উঠ্‌তে পারবেন বলে' কোনোদিন ধারণা করতে পারেন নি, সেই অসাধ্য এইমাত্র তিনি সাধন করেছেন! কে বলে তাঁর প্রতিভা নেই? কেউ অবশ্যি বলেনি, তবে তাঁর নিজেরই ঐ ধরণের কেমন একটা ভুল ধারণা ছিল। সে কুসংস্কার তাঁর গেছে সম্প্রতি। না, তাঁর প্রতিভা আছে, অপকার করবার প্রতিভা তাঁর আছে—তাঁরও আছে।

বাড়ী ফিরে হর্ষবর্দ্ধন, কেবল এক কাপ্‌ চা খেয়ে, বিছানায় গড়িয়ে পড়েন। আরামেই তিনি গড়িয়ে পড়েন। আহ্লাদে গড়িয়ে পড়েন, বল্‌তে কি! হ্যাঁ, এতদিনে, তিনি একটা কাজের মতো কাজ করেছেন বটে। এইভাবে কর্‌তে পারলে, ক্রমাগত চালিয়ে যেতে পার্‌লে, ক্রমশঃ উন্নতি করে' একদা তিনি চেঙ্গীজ খাঁদের পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারবেন—অক্লেশে, কিম্বা সামান্য একটু কষ্ট করে' ইতিহাসে নাম দেগে যেতে পারবেন।

নিশ্চিন্ত মনে নিজের আবেগে তিনি নিদ্রা যান্‌।

সকালে গোবর্দ্ধন এসে ওঁর ঘুম ভাঙায়। "জানো দাদা, কাল রাত্রে কী কাণ্ড হয়ে গেছে? তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে বলে' টের পাওনি। ক্লান্ত ছিলে বলে' তোমাকে আমি জাগাইনি আর।"

"কী? কী কাণ্ড? বল্ শুনি! পুলকিতচিত্তে স্বকীয় কীর্ত্তি-কাহিনী, নিজের কানে শোন্‌বার জন্য তিনি প্রস্তুত হন্।

"আমাদের পাড়ায় আগুন লেগেছিল কাল।" গোবর্দ্ধন জানায়ঃ "পতিতুণ্ডিদের মুর্গিখানায় লেগেছিল।"

আগুন? হর্ষবর্দ্ধন বিস্মিত হন্। না, আগুন তো তিনি লাগান্ নি। লাগাতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল না, আপত্তিও নয়, কিন্তু আগুন লাগাবার কথা তাঁর খেয়ালই হয়নি। তাহলে কে আবার, তাঁর ওপরেও টেক্কা মেরে, আরো বেশী অপকারের বাহাদুরি করে' গেছে?

খবরটা জেনে হর্ষবর্দ্ধন একটু মর্ম্মাহতই হন্। আটচালাটায় আগুন লেগেছিল বলে' নয়, তিনি নিজে লাগাতে পারেন নি বলে'। দুঃখের বিষয়ই বই কি! বড়

বড় সুযোগ জীবনে কবার আসে ? এবং তার এক আধটা যদি এভাবে ফস্‌কে যায়, অজ্ঞাতসারে পরহস্তগত হয়ে যায়, তাহলে সে দুঃখের অবধি কোথায় ?

"আগুন ? বলিস্ কি ?" আশ্চর্য্যান্বিত হর্ষবর্দ্ধন প্রশ্ন করেন : "আগুন লাগ্‌ল কেন ? পতিতুণ্ডিদের ঘরবাড়ী সব খাক্ হয়ে গেছেতো ?"

"তেমনি খুব লাগেনি। একটুই ধরেছিল কেবল। ধর্‌তে না ধর্‌তেই দমকল এসে নিভিয়ে দিয়েছে। পতি-তুণ্ডিদের বাড়ীঘর সব বেঁচে গেছে—কেবল মুর্গিদের খুপ্‌রি সমেৎ আটালাটার সমস্তটাই ছাই হয়ে গেছে। ওদের উড়ে বামুনের দোষ! রান্না ঘরের কুপিটা নিভিয়ে যেতে ভুলে গেছ্‌ল। আটচালার পাশেই তো ওদের রান্নাঘর কিনা! কি করে' কুপি উল্‌টে গিয়ে আগুন লাগ্‌ল কে জানে! যাকগে, পতিতুণ্ডিদের ক্ষতি হয়নি কিছু। আট্-চালাটা অনেক টাকায় ওর ইন্‌সিওর করা ছিল। বেশ মোটা টাকা মারবে এখন। আর কি ভাগ্যি দাদা, খুপ্‌রিগুলোর ভেতর একটাও মুর্গি ছিলনা কিন্তু! পতি-তুণ্ডিতো সন্ধ্যে বেলায় ওদের সবাইকে খুপ্‌রিতে তুলেই আট্‌চালা বন্ধ করেছিলেন' ওঁর বেশ মনে আছে, কিন্তু, কে

'অবোধ প্রাণীদের কোন্ মহাত্মা এসে বাঁচিয়েছে !'

যে ওদের খুপ্‌রি খুলে, আগুন লাগ্‌বার আগে বার করে' দিয়েছে সেই ভারি আশ্চর্য্য! পতিতুণ্ডিগিন্নী বল্‌ছেন, অবোধ প্রাণীদের ভগবান এসে বাঁচিয়েছেন। কারো ছদ্মবেশে এসে। তা না হলে কি করে' এরকমটা হয়, বল্‌ছেন তিনি। কিন্তু সে কি সম্ভব? এই কলিযুগে

ভগবানের যাতায়াত—সে কি সম্ভব দাদা ? যাক্, মুর্গিগুলো বেঁচে যাওয়ায়, পতিতুণ্ডিও খুব বেঁচে গেল। ওগুলো মারা পড়্‌লে বেচারার ভয়ানক লোক্‌সান্ হোতো। একটা মুর্গিও ইন্‌সিওর করা ছিলনা কি না।—একি দাদা ? তুমি অমন কর্‌ছ কেন ? কী হোলো তোমার ?”

ভগ্নহৃদয় হর্ষবর্দ্ধন ততক্ষণে আবার বিছানা নিয়েছেন ; লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন আবার।